পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

আহমদী

"মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মাদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।"

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

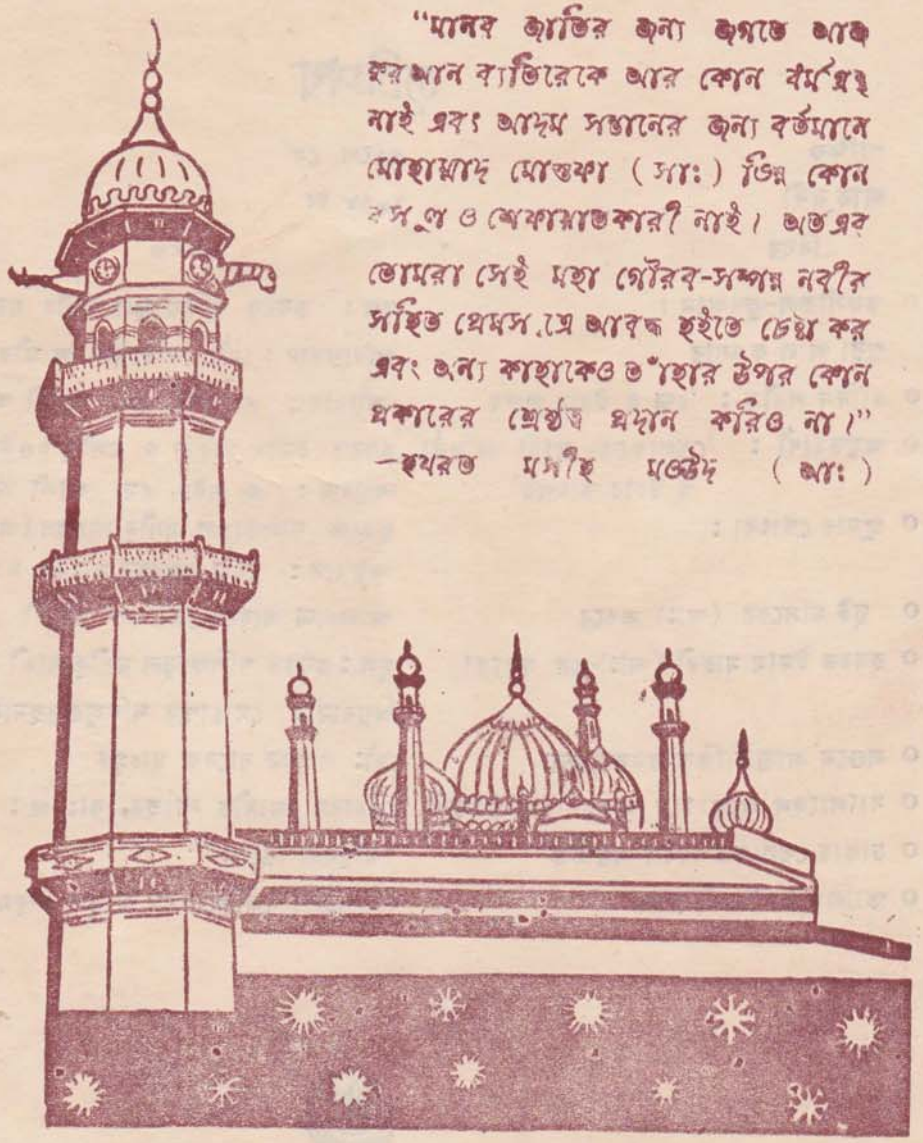

সম্পাদক :— এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩২শ বর্ষ : ২রা সংখ্যা

১৬ই জৈষ্ঠ, ১৩৮৫ বাংলা : ৩১শে মে, ১৯৭৮ ইং : ২৩শে জমাঃ সানি, ১৩৯৮ হিঃ

বার্ষিক :— চাঁদা বাংলাদেশ ও ভারত : ১৫'০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ২½ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক ৩১শে মে ৩০শ বর্ষ
আহ্‌মদী ১৯৭৮ ইং ২য় সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃঃ
০ তফসীরুল-কুরআন : সূরা আল-কওসার	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) ভাবানুবাদ : মৌঃ মোহাম্মদ, আমীর, বাঃ আঃ আঃ	১
০ হাদিস শরীফ : 'হজ্ব ও ইহার গুরুত্ব'	অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৬
০ অমৃতবাণী : 'খেলাফতের স্থায়ী প্রতিষ্ঠা ও উহার তাৎপর্য'	হযরত ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ মওউদ (আঃ) অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৮
০ জুমার খোৎবা :	হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	১০
০ দুই মসিহের (আঃ) কবরে	আলহাজ্ব আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী	১৫
০ হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সত্যতা	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রাযিঃ) অনুবাদ : মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	১৯
০ লণ্ডনে আন্তর্জাতিক কনফারেন্স	মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	২৩
০ বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার কর্মসূচী	মহ্‌তারম আমীর সাহেব, বাঃ আঃ আঃ	২৫
০ ঢাকায় খেলাফত দিবস অনুষ্ঠিত	'আহ্‌মদী রিপোর্ট'	৩৩
০ তালিম-তরবিয়তী ক্লাশ	বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়া	৩৫

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ের ৩২শ বর্ষ : ২য় সংখ্যা

১৬ই জৈষ্ঠ, ১৩৮৫ বাং : ৩১শে মে, ১৯৭৮ ইং : ৩১শে হিজরত, ১৩৫৭ হিজরী শামসী

'তফসীরে কোরআন'—

সুরা কওসার

(হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)-এর 'তফসীরে কবীর' হইতে সূরা কওসারের তফসীর অবলম্বনে লিখিত) —মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর, বাঃ আঃ আঃ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আঁ-হযরত (সাঃ)-এর পরলোকগমনের পরও এরূপ দৃশ্য আমাদের নযরে পড়ে, যেগুলি সাহাবা (রাঃ আঃ)-এর মহান চরিত্রের সাক্ষ্য দেয়। জেরুযালেম বিজয়ের পর এমন এক সময় দেখা দিল, যখন মুসলমানগণ উহাকে কবজায় রাখিতে পারিল না। তাহারা পিছনে হটিতে বাধ্য হইল। তখন হযরত উমর (রাঃ)-এর খেলাফত কাল। যেহেতু জেরুযালেম খৃষ্টানগণের পীঠস্থান ছিল, সেইজন্য উহা খৃষ্টান অধ্যুষিত ছিল। মুসলমানগণ তাহাদিগকে ডাকিয়া তাহাদের প্রত্যেকের দেওয়া জিজিয়া (ট্যাকস) ফিরাইয়া দিল এবং বলিল যে আমরা চলিয়া যাইতেছি। যেহেতু তোমাদের হেফাজতের জন্য আমরা ট্যাকস লইয়াছিলাম, সেইজন্য তোমাদের দেওয়া ট্যাকস আমাদের রাখার কোন অধিকার নাই। ইতিহাসে লিখিত আছে যে, মুসলমানগণ যখন শহর ছাড়িয়া বাহিরে আসিল, তখন খৃষ্টান মেয়ে এবং ছেলেগণ তাহাদিগকে ফিরাইয়া লইবার জন্য তাহাদের পিছনে পিছনে দুই তিন মাইল পর্যন্ত যায়। পরিশেষে তাহারা নিজেরা তাহাদিগকে ফিরাইতে অকৃতকার্য হইয়া খোদাতায়ালার নিকট দোওয়া করে, "হে খোদা! তুমি তাহাদিগকে ফিরাইয়া আন।" ইহার অর্থ এই যে তাহারা এক পরজাতির শাসন কামনা করিতেছিল।

ইহা এই জন্য যে মুসলমানদের মধ্যে সততা এবং ন্যায়পরায়নতা ছিল। জাগতিক শাসকগণ কোন দেশ ছাড়ার সময় উহাকে লুটিয়া লইয়া যায়। কিন্তু মুসলমানগণের কমাণ্ডার তাহাদের হেফাজতের জন্য যে জিজিয়া (ট্যাক্স) চলতি সনের জন্য লইয়াছিলেন, উহার পাই পয়সা তাহাদিগকে ফেরৎ দিলেন। আঁ-হযরত (সাঃ) মুসলমানদের মধ্যে যে আত্ম-শুদ্ধি সাধন করিয়াছিলেন, এই ঘটনা তাহার উজ্জল দৃষ্টান্ত।

একদা কাফেরগণ ধোকা দিয়া এক হাবশী গোলামের সহিত এক চুক্তি করে এবং তাহাকে দিয়া কেল্লার দরজা খুলাইয়া ফেলে। যখন তাহারা আগে বাড়িল, তাহারা কেল্লার মুসলমান লস্করগণকে বলিল, "আমরা এক হাবশীর সহিত চুক্তি করিয়াছি এবং সে আমাদিগকে কেল্লার দরজা খুলিয়া দিয়াছে" ইহা শুনিয়া মুসলমান লস্করের কমাণ্ডার বলিলেন, "আমি তো কিছু জানি না।" তাহারা বলিল, "এক হাবশীর সহিত আমাদের চুক্তি হইয়া গিয়াছে।" মুসলমানগণের কমাণ্ডার বলিলেন, "কমাণ্ডার তো আমি। হাবশীর কি অধিকার আছে চুক্তি করার?" কাফেরগণের কমাণ্ডার বলিল, "আমি তাহা জানি না। আমি তাহার সহিত চুক্তি করিয়াছি" পরিশেষে হযরত উমর (রাঃ) কে এই সম্বন্ধে লেখা হইল এবং তাঁহার নিকট মীমাংসা চাওয়া হইল। তিনি উত্তর দিলেন, "আমি চাহিনা যে, কোন মুসলমানের কথা মিথ্যা হয়। বর্তমান ক্ষেত্রে চুক্তি মানিয়া লও। কিন্তু ভবিষৎতের জন্য হুশিয়ার থাকিও।"

এই স্বর্ণযুগ কেবল সাহাবা (রাঃ আঃ) পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং পরবর্তী সময়েও মুসলমানগণ অনুরূপ শুদ্ধ-আত্মা প্রসূত বড় বড় যশস্বী কীর্তির দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। ইউরোপের বিখ্যাত ঐতিহাসিক গীবন, মুসলমানগণের এক বাদশাহ মালিক আরসালান সম্বন্ধে লিখিয়াছে যে, যখন তাঁহার পিতা মারা যান, তখন তাঁহার বয়স ছিল ১৮ বৎসর। পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার চাচা এবং ভ্রাতা বিদ্রোহ করিল এবং তাঁহার সিংহাসন পাইবার দাবী করিল। তখন উজিরে-আযম আল্লামা নিযামুদ্দীন তুসী, যিনি শিয়া মতাবলম্বী ছিলেন, তাঁহাকে পরামর্শ দিলেন, "আপনি হযরত মুসা রেজার কবরে চলুন এবং দোওয়া করুন। আল্লাহ্‌তায়ালা আপনাকে বিজয় দান করিবেন।" মালিক তাঁহার কথা মানিয়া লইলেন এবং উভয়ে মুসা রেজার কবরে গেলেন এবং দোওয়ায় ঝুঁকিলেন। নিযামুদ্দীন তুসী যখন সেজদা হইতে উঠিলেন এবং দোওয়া হইতে ফারেগ হইলেন, তখন তিনি স্বীয় আন্তরিকতা প্রকাশের জন্য বলিলেন, "বাদশাহ সালামত! আমি দোওয়া করিয়াছি যেন আল্লাহ্‌তায়ালা আপনাকে আগামী কালের যুদ্ধে বিজয়ী করেন এবং আপনার বিরুদ্ধবাদীরা যেন মারা যায়।" মালিক

আরসালান বলিলেন, "হে আমার ওস্তাদ! আমি তো এ দোওয়া করি নাই।" নিযামুদ্দীন তুসী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তিনি কি দোওয়া করিয়াছেন। মালিক বলিলেন, "আমি দোওয়া করিয়াছি, 'হে আমার খোদা! আমি জানি না, দীন ও দেশের জন্য আমি অথবা অপর কেহ কল্যাণকর। তুমি যদি জান যে, আমার স্বত্বা কল্যাণকর নহে, তাহা হইলে হে খোদা! আগামী কালের যুদ্ধে তুমি আমায় বিজয় দিও না, বরং আমাকে মৃত্যু দাও, যাহাতে জনগণ আমার কারণে ক্ষতিগ্রস্থ না হয়।" গীবন এই ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া লিখিয়াছে, "বিধর্মী মুসলমানের তো এই দৃষ্টান্ত, কিন্তু সারা ঈমানদার খৃষ্টান জগত মন্থন করিয়া বড় হইতে আরও বড় খৃষ্টান বাদশাহগণের মধ্যে আমি এমন একজনেরও দৃষ্টান্ত খুঁজিয়া পাই নাই—যে নমুনা এই অল্প বয়স্ক যুবক পেশ করিয়াছে।" কিসের ফলে এই নমুনা দেখান সম্ভবপর হইয়াছিল? সুনিশ্চিতভাবে ইহা সেই আত্ম-শুদ্ধিকরণের ফল ছিল, যাহা আঁ-হযরত (সাঃ) সাধন করিয়াছিলেন। ইহার নযীর দুনিয়ার অপর কোন ধর্মে নযরে পড়ে না। সুতরাং এই দিক দিয়াও আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহাকে এমন কওসার প্রদান করিয়াছিলেন, যাহা তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বের জিন্দা প্রমাণ।

অতঃপর ইসলাম এবং আঁ-হযরত (সাঃ)-এর ফযিলত এই বিষয়ের দ্বারাও সুপ্রকাশিত যে, আত্ম-শুদ্ধির প্রকৃত ফল—আল্লাহ্‌তায়ালার নৈকট্যের দাবী একমাত্র ইসলামেই পাওয়া যায়। একমাত্র ইসলামই দুনিয়ার সামনে এই ঘোষণা করে যে, খোদাতায়ালা এখনও স্বীয় মোমেন বান্দাগণের সহিত কথোপকথন করিয়া থাকেন এবং এখনও খোদাতায়ালার ফেরেস্তা তাঁহার পবিত্র বান্দাগণের উপর নাযেল হইয়া থাকেন এবং তাহাদিগকে ভবিষ্যৎতের সংবাদ দিয়া থাকেন এবং বিপদ সময়ে স্বীয় নিদর্শনাবলীর দ্বারা তাহাদিগকে সাহায্য করিয়া থাকেন। ইহা সুবিদিত যে, বৃক্ষ আপন ফল দ্বারা পরিচিত হয় এবং কোন দাবী বিনা দলীলে গৃহীত হয় না। মুখে যে কেহ দাবী করিতে পারে যে, সে আল্লাহ্‌কে ভালবাসে এবং আল্লাহ্‌ও তাহাকে ভালবাসেন, কিন্তু আসল কথা হইল এই দাবীর প্রমাণ কি? একমাত্র কুরআন করীম এমন এক কেতাব যাহা হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর কামেল অনুগামীগণের জন্য এরূপ লক্ষণসমূহ বর্ণনা করিয়াছে, যাহাদ্বারা প্রত্যেক চক্ষুষ্মান ব্যক্তি উপলব্ধি করিতে পারে যে, সত্যই খোদা তাহাদের সহিত প্রেম করেন এবং স্বীয় নৈকট্য দ্বারা তাহাদিগকে ভূষিত করেন। বড়ই পরিতাপের বিষয় এই যে, মুসলমানগণ ইসলামের বৈশিষ্টমূলক এই মহান সৌন্দর্যকে ভুলিয়া গিয়াছে এবং বিজাতীয়গণকে এ কথা বলার পরিবর্তে যে উক্ত সৌন্দর্য ইসলাম ব্যতিরেকে

অন্য কোন ধর্মে পাওয়া যায় না, তাহারা ইহা বলিতে আরম্ভ করিয়াছে যে, এ সৌন্দর্য ইসলামে পাওয়া যায় না। আল্লাহতায়ালা সুরা হা-মিম সেজদার ৪র্থ রুকুতে বলিয়াছেন,

ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا و لا تحزنوا و ابشروا بالجنة التى كنتم توعدون ٥ نحن اولياؤكم فى الحيوة الدنيا و فى الاخرة - و لكم فيها ما تشتهى انفسكم و لكم فيها ما تدعون ٥

অর্থাৎ "যাহারা বলে, আল্লাহ আমাদের রব এবং ইহা বলার জন্য তাহাদের উপর যুলুম হয় এবং তাহাদিগকে নিপীড়িত করা হয় এবং বিভিন্ন প্রকারের কষ্ট দেওয়া হয় এবং তাহারা সে সব বরদাস্ত করিয়া ধৈর্য ধারণ করে এবং ঈমানে দৃঢ় প্রতিষ্ঠ থাকার উচ্চ আদর্শ স্থাপন করে, তাহাদের উপর আল্লাহতায়ালার ফেরেস্তা নাযেল হয়—এই পয়গাম লইয়া যে, ভবিষ্যতে যত বিপদই আসুক, ভীত হইও না এবং অতীতে যত ক্ষতি হইয়া থাকুক দুঃখীত হইও না এবং সেই জান্নাত লাভের সংবাদে আনন্দিত হও, আল্লাহতায়ালা যাহা তোমাদিগকে দান করিবার ওয়াদা প্রদান করিয়াছেন।" এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে প্রতিশ্রুত জান্নাত কোথায়? এই জগতে না পরলোকে অথবা উভয় জগতে? ইহার উত্তর উদ্ধৃত আয়াতে দেওয়া হইয়াছে। গয়ের আহ্‌মদীগণের আকিদা অনুযায়ী এই জান্নাত কেবল পরলোকেই পাওয়া যাইবে। কিন্তু আল্লাহ্‌তায়ালার ফেরেস্তাগণ শুভসংবাদ দেয় যে, 'তোমরা জান্নাতের অধিকারী হইবে এবং আমরা তোমাদিগকে ইহলোকে সাহায্য করিব এবং পরলোকেও আমরা তোমাদের সঙ্গী হইব। উভয় জগতেই তোমাদিগের সহযোগী হইবার জন্য আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদিগকে আদেশ দিয়াছেন।' এতদ্বারা ইহা সুস্পষ্ট যে, জান্নাতের ওয়াদা উভয় লোকের জন্য দেওয়া হইয়াছে। ইহা সেই প্রেমপূর্ণ ব্যবহার, যাহা উম্মতে মোহাম্মদীর কামেল বান্দাগণের সহিত করা হইবে। ইহলোকেও এবং পরলোকেও আল্লাহ্‌তায়ালা জান্নাত দান সম্বন্ধে এই তথ্যের অনুরূপ উল্লেখ ভিন্ন এক স্থানে করিয়াছেন। যথা :— و لمن خاف مقام ربه جنتان "যাহারা আল্লাহ্‌তায়ালাকে ভয় করে, তাহাদিগকে দুই জান্নাত দেওয়া হইবে, এক এই জগতে এবং অপর পরজগতে।" (সুরা রহমান, ৩য় রুকু) ইহা ধোকাবাজীর কথা নহে যে, জান্নাত পরলোকে পাইবে। খোদাতায়ালা পরিষ্কার ভাষায় বলিয়াছেন যে, মোমেনকে যেমন পরলোকে জান্নাত দেওয়া হইবে, তেমন ইহলোকেও তাহাকে জান্নাত দেওয়া হইবে। জান্নাত প্রাপ্তি যদি কেবল পরলোকে নির্ধারিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে বিজাতীয়গণকে আমরা উহার সত্যতার কি প্রমাণ দিব? তাহারা বলিবে, আমরা পরজগতের কথা মানি না। যতক্ষণ পর্যন্ত না ঐ সকল সুযোগ সুবিধা,

যাহা আমরা এই দুনিয়ায় আল্লাহ্‌তায়ালার দান হিসাবে ভোগ করিতেছি, তোমাদিগকেও পাইতে দেখি, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা তোমাদের পরলোকে জান্নাত প্রাপ্তির ওয়াদায় বিশ্বাস করিতে পরি না। কিন্তু আমরা যদি এই দুনিয়াতেও আমাদের সহিত আল্লাহ্‌তায়ালার প্রেমপূর্ণ বৈশিষ্ট মুলক ব্যবহার, যাহা আমরা লাভ করিয়া থাকি, তাহাদিগকে দেখাইতে পারি, তাহা হইলে তাহারা একথা মানিতে বাধ্য হইবে যে, পরলোকেও আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদিগের সহিত অনুরূপ ব্যবহার করিবেন এবং তাঁহার প্রেমপুর্ণ ব্যবহার সেখানেও অবিচল থাকিবে।

ইহা এক বিরাট ওয়াদা, যাহা আল্লাহ্‌তায়ালা মোমেনগণের সহিত করিয়াছেন যে, তাহারা কমজোর হওয়া সত্বেও, তাহারা নগণ্য হওয়া সত্বেও, তাহারা যাহা চাহিবে তাহাই হইবে এবং সত্য সারা দুনিয়ায় বিস্তার লাভ করিবে এবং তাহাদের বিরোধীগণ একান্ত কমজোর এবং লাঞ্ছিত হইয়া যাইবে। আল্লাহ্‌তায়ালার নৈকট্য লাভের এই ওয়াদা এবং উহার ঈদৃশ জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ, যাহা কুরআন করীমে বর্ণিত হইয়াছে, একমাত্র ইসলাম ব্যতিরেকে অপর কোন ধর্মে পাওয়া যায় না। ইহা এই সত্যকে প্রমাণ করিতেছে যে প্রকৃত চিত্তশুদ্ধি, কেবল যাহারা হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-কে মানে, তাহারাই লাভ করিয়া থাকে।

পুনঃ চিত্তশুদ্ধিকারীর জন্য ইহা প্রয়োজন যে, তিনি স্বয়ং শুদ্ধ-চিত্ত হইবেন। লেখা-পড়া জানা লোকই অন্যকে লেখাপড়া শিখাইতে পারে। সুতরাং যে, ব্যক্তি অন্যের চিত্ত-শুদ্ধি সাধন করিবে, তাহার জন্য ইহা প্রয়োজনীয় যে, তিনি স্বয়ং শুদ্ধ-চিত্ত প্রাপ্ত পুরুষ হইবেন। এই দৃষ্টিকোন দিয়া যখন আমরা আঁ-হযরত (সাঃ)-এর দিকে তাকাই, তখন আমরা দেখিতে পাই যে, শুদ্ধ-চিত্ততার দিক দিয়াও আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহাকে কওসার দান করিয়াছিলেন। বরং আল্লাহ তাঁহাকে স্বয়ং স্বীয় হিকমত ও ইচ্ছানুযায়ী তাঁহাকে প্রত্যেক অবস্থার মধ্য দিয়া পার করিয়াছিলেন, যাহাতে জগদ্বাসী তাঁহার শুদ্ধ-চিত্ততার প্রমাণ পাইতে পারে। (ক্রমশঃ)

❋ "ইহা অবশ্যই ঘটিবে যে পার্থিব দুঃখ-কষ্ট দ্বারা তোমাদিগকে পরীক্ষা করা হইবে যে ভাবে পূর্বে মোমেনদেরকে পরীক্ষা করা হইয়াছে। সুতরাং সাবধান থাকিও, কেননা এমন যেন না হয় যে তোমরা হোঁচট খাও। পৃথিবী তোমাদের কোন ক্ষতি সাধন করিতে পারিবে না, যদি আকাশের সাথে তোমাদের সম্পর্ক দৃঢ় থাকে।" কিশতিয়ে নূহ—হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

❋ "তোমরা হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর মারফত যে ঐশী ফয়যান লাভ করিয়াছ, উহা খেলাফতের মাধ্যমে চিরকাল কায়েম রাখ।" —হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ)

হাদিস শরীফ

২৮। হজ্ব, ইহার গুরুত্ব

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

২০১। হযরত আবু হুরায়রাহ্ রাযি আল্লাহু-তায়ালা আন্হু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁহার এক ভাষনে ইরশাদ ফরমাইলেন : "হে মানব সকল, আল্লাহ্-তায়ালা তোমাদের উপর হজ্ব ফরয করিয়াছেন।" ইহাতে এক ব্যক্তি বলিল : "হে রসুলুল্লাহ! প্রতি বৎসরই কি হজ্ব জরুরী'? তিনি (সাঃ) চুপ রহিলেন। সে তিন বার এই প্রশ্ন করিল। তখন তিনি (সাঃ) ফরমাইলেন : 'যদি আমি হাঁ বলিতাম, তবে প্রত্যেকের উপর প্রতি বৎসর হজ্ব ফরয হইয়া পড়িত। তোমাদের এরূপ করিবার শক্তি নাই'। অতঃপর বলিলেন : "যে পর্যন্ত আমি তোমাদিগকে ছাড়িয়া রাখি, তোমরাও আমাকে ছাড়িয়া রাখিবে। নিষ্প্রয়োজনে জিজ্ঞাসার লালসা করিও না। কারণ, তোমাদের পূর্বেকার লোকেরা তাহাদের নবীগণকে অনেক প্রশ্ন করিত। তারপর তাঁহারা যে সব কথা শিক্ষা দিতেন, তাহার ব্যতিক্রম করিয়া ধ্বংসের গহ্বরে যাইয়া নিপতিত হইত। যখন আমি নিজেই তোমাদিগকে কোনো আদেশ দেই, তখন সাধ্যানুসারে তাহা পালন করিবে। কোনো জিনিষ হইতে বারণ করিলে, তাহা পরিত্যাগ করিবে।" ['মুসলিম্', কেতাবুল্-হজ্জ, ১-৬ : ৫৯৪ পৃ :]

২০২। হযরত আবেস বিন্ রাবিয়াহ্ বলেন যে, তিনি হযরত উমর রাযি আল্লাহু আন্হুকে দেখিয়াছেন যে, তিনি হাজরে-আস্ওয়াদ (কৃষ্ণ প্রস্তর)-কে চুম্বন করিতেছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিতেছিলেন : 'আমি জানি, তুমি একটি প্রস্তর মাত্র—উপকারও করিতে পার না, অপকারও করিতে পার না। যদি আমি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে তোমাকে চুম্বন করিতে না দেখিতাম, তবে আমিও চুম্বন করিতাম না।"

২৯। কুরবানী ও ইহার গুরুত্ব

২০৩। হযরত উম্মে-সাল্মাহ্ রাযি আল্লাহু-তায়ালা আন্হা বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "যে ব্যক্তি কুরবানী করিবার ইরাদা রাখে, সে ব্যক্তি যিল্ হজ্বের চন্দ্রোদয় হইতে কুরবানীর জন্ত যবেহ্ করা পর্যন্ত তাহার চুল কাটিবে না, নখ কাটিবে না।" [মুস্লিম্', কেতাবুল্ আয্হিয়া, ২-১ : ২৬৫ পৃ :]

২০৪। হযরত জাবের বিন্ আব্দুল্লাহ্ রাযিআল্লাহু আন্হু বলেন: "আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে আমি ঈদুল্-আয্হার নামায পড়িলাম। অতঃপর হুজুর (সাঃ)-এর নিকট এক মেষ আনা হইল। তিনি (সাঃ) উহাকে জবাই করিলেন। জবাই করিবার সময় তিনি (সাঃ) বলিয়াছিলেন:

'আল্লাহ্র নামের সাথে। আল্লাহ্তায়ালা সব চেয়ে বড়। খোদা আমার, এই কুরবানী আমার তরফ হইতে এবং উম্মতের ঐ সব লোকের তরফ হইতে কবুল করুন, যাহারা কুরবানী করিতে পারে না" ['তিরমিযি; কেতাবুল্-আয্হিয়া; ১: ৮৩ পৃঃ]

৩০। যাকাত ও উহার গুরুত্ব

২০৫। হযরত উমর বিন্ জোয়াইব রাযিআল্লাহু আন্হু, তাঁহার পিতামহের মধ্যবর্তিতায় রেওয়ায়েত করেন যে, এক স্ত্রীলোক তাহার কন্যাকে সঙ্গে লইয়া আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খেদমতে আসিয়াছিল। তাহার কন্যা স্বর্ণের ভারী কঙ্কন পরিহিত ছিল। হুযুর (সাঃ) ঐ স্ত্রীলোকটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন: "ইহার যাকাত দাও কি?" সে বলিল, "না।" তিনি (সাঃ) বলিলেন: "তুমি কি পছন্দ কর যে আল্লাহ্-তায়ালা কিয়ামতের দিন তোমাকে আগুনের কঙ্কন পরান?" ইহা শুনিয়া স্ত্রীলোকটি তাহার মেয়ের হাত হইতে কঙ্কন খুলিয়া ফেলিল এবং আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খেদমতে পেশ করিয়া নিবেদন করিল: "ইহা আল্লাহ্তায়ালা ও তাঁহার রসুলের জন্য। যেখানে চান, আপনি (সাঃ) খরচ করুন।" ['আবু দাউদ, কেতাবুয্-যাকাত, বাবুল্-কান্যু মা হুয়া ওয়া-যাকাতুল্ হুলি,' ২১৮ পৃঃ]

২০৬ হযরত আব্দুর রহমান বিন্ সায়েদ আস্সায়েদী রাযিআল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আয্দ গোত্রের এক ব্যক্তিকে, যাহার নাম ছিল ইব্নুল্ লুৎবিয়াহ্, যাকাত আদায়ের উদ্দেশ্যে মুহাস্সিল নিযুক্ত করিলেন। যখন সে যাকাত উসল করিয়া ফিরিয়া আসিল—তখন সে বলিল, "এই আপনার (সাঃ) এবং উপহাররূপে, এই আমি পাইয়াছি।" ইহাতে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মেম্বারের উপর দাঁড়াইলেন। আল্লাহ্-তায়ালার হাম্দ ও সানা করিলেন। অতঃপর, ফরমাইলেন: "দেখ, আমি তোমাদের কাহাকেও এরূপ কাজ সপোর্দ করি, যাহা আল্লাহ্-তায়ালা আমার তত্ত্বাবধানে দিয়াছেন। অতঃপর, যখন সে ঐ কাজ সম্পন্ন করিয়া আমার নিকট ফিরিয়া আসিল, তখন সে বলিল যে, এই আপনার এবং এই আমি উপহার পাইয়াছি'। যদি সে সত্যবাদী হইয়া থাকে, তবে কেন সে তাহার মাতা-পিতার গৃহে বসিয়া থাকে নাই? উপহার-উপঢৌকন তাহার নিকট আসিতে থাকিত! খোদার কসম, তোমাদের যে ব্যক্তিই হক্ ছাড়া গ্রহণ করিবে, সে কিয়ামতের দিন তাহা বহণ পূর্বক খোদা-তায়ালার সম্মুখে হাজির হইবে। আমি যেন সেখানে না দেখি, তোমাদের কেহ আল্লাহ্-তায়ালার সম্মুখে উপস্থিত এবং উট বহণ করিতেছে এবং উহা রব করিতেছে! গাভী বহণ করিতেছে এবং উহ হম্বা হম্বা করিতেছে। ছাগ বহণ করিতেছে এবং উহা ভেঁ ভেঁ করিতেছে।" অতঃপর তিনি (সাঃ) এত উর্ধে হাত উঠাইলেন যে, তাঁহার (সাঃ) বাহু-মূলের শ্বেতাংশ দেখা যাইতে ছিল এবং বলিলেন: "আল্লাহ্! আমি তোমার বার্তা হুবহু পৌঁছাইয়া দিলাম'।" ['মুসলিম্', কেতাবুল্ উমরাহ্ বাবু তাহরীমেল হাদইয়েল উম্মালে, পৃঃ ২-১: ১৯৮] (ক্রমশঃ)

(হাদিকাতুস সালেহীন গ্রন্থের ধারাবাহিক অনুবাদ)

—এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর

অমৃত বানী

খেলাফতের চির প্রতিষ্ঠা ও উহার তাৎপর্য

"আল্লাহ্‌তা'লার চিরাচরিত প্রথা এই যে, যে অবধি তিনি পৃথিবীতে মানব সৃষ্টি করিয়াছেন, তদবধি সর্বদাই তিনি এই নিয়ম পালন করিয়া আসিতেছেন যে, তিনি তাঁহার নবী ও রসুলগণের সাহায্য করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদিগকে জয়মণ্ডিত করেন। এ সম্বন্ধে তিনি বলেন : كتب الله لاغلبن انا ورسلى

অর্থাৎ, "খোদাতায়ালা এই বিধান করিয়াছেন যে, তিনি এবং তাঁহার নবী 'গালেব' থাকিবেন।" 'গালাবা' শব্দের অর্থ এই যে, রসুল ও নবীগণ যেমন ইচ্ছা করেন যে খোদার 'হুজ্জত' বা অকাট্য যুক্তি পৃথিবীতে যেন পূর্ণ ভাবে কায়েম হয় এবং কেহই যেন ইহার সম্মুখীন হইতে সক্ষম না হয়, তদনুসারে খোদাতায়ালা প্রবল 'নিদর্শনসমূহ' দ্বারা নবীগণের সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করেন; এবং যে সাধুতা তাঁহারা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করিতে চান, খোদাতা'লা তাহার বীজ তাঁহাদের হস্তেই বপন করেন; কিন্তু তাহা তাঁহাদের হস্তে পূর্ণতা লাভ করে না, ... খোদাতা'য়ালা আবার তাঁহার শক্তির অপর দিক প্রকাশ করেন এবং এমন উপকরণ উৎপন্ন করেন, যদ্দারা সেই উদ্দেশ্য সমূহ—যাহা কতক অসম্পূর্ণ রহিয়াছিল, পূর্ণতা লাভ করে। বস্তুতঃ, খোদাতা'লা দুই প্রকার 'কুদরত' বা শক্তি ও মহিমা প্রকাশ করেন :—(১) প্রথমতঃ, নবীগণের যোগে তাঁহার শক্তির এক হস্ত প্রদর্শন করেন। (২) তারপর, অপর হস্ত এমন সময় প্রদর্শন করেন, যখন নবীর মৃত্যুর পর বহু বিপদাবলী উপস্থিত হয় এবং শত্রু শক্তি লাভ করিয়া মনে করিতে থাকে যে, এই (নবীর) কার্য ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। ..... তখন খোদাতায়ালা পুনরায় তাঁহার মহাশক্তি প্রকাশ করেন এবং পতনোন্মুখ জামাতকে রক্ষা করেন। সুতরাং যাহারা শেষ পর্যন্ত ধৈর্যাবলম্বন করে, তাহারা খোদাতায়ালার এই 'মোজেযা' প্রত্যক্ষ করে, যেমন হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)-এর সময় হইয়াছিল। তখন আঁ-হযরত (সাঃ)-এর মৃত্যুকে এক প্রকার অকাল মৃত্যু মনে করা হইয়াছিল এবং বহু মরু-নিবাসী অজ্ঞলোক মুরতাদ হইয়া গিয়াছিল এবং সাহাবাগণও শোকাভীভূত হইয়া উন্মাদের ন্যায় হইয়া পড়িয়াছিলেন। তখন খোদাতা'লা হযরত আবু

বকর সিদ্দিক (রাঃ)-কে দণ্ডায়মান করিয়া পুনর্বার তাঁহার শক্তি ও কুদরতের দৃশ্য প্রদর্শন করেন এবং ইসলামকে ধ্বংসের পথ হইতে রক্ষা করেন, এবং সেই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেন, যাহা তিনি বলিয়াছিলেন :

وليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم وليبدلن من بعد خوفهم امنا

অর্থাৎ, "ভয়ের পর আমি তাহাদিগকে আবার সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিব।" হযরত মুসা (আঃ)-এর সময়েও এমনি হইয়াছিল।.....সেইরূপ ঘটনা হযরত ঈসা (আঃ)-এর সময়ও ঘটিয়াছিল এবং ক্রুসের ঘটনা কালে তাঁহার সকল শিষ্য বিক্ষিপ্ত হইয়া পরিয়াছিল এবং তাঁহাদের মধ্যে একজন ধর্মচ্যুতও হইয়াছিল।

সুতরাং, হে বন্ধুগণ, যেহেতু আদিকাল হইতে আল্লাহ্‌তা'লার এই বিধান রহিয়াছে যে, তিনি দুইটি শক্তি প্রদর্শন করেন, যেন বিরুদ্ধবাদীগণের দুইটি মিথ্যা উল্লাস ব্যর্থ করিয়া দেখান, এমতাবস্থায় এখন সম্ভবপর হইতে পারে না যে, খোদাতা'লা তাঁহার চিরন্তন নিয়ম পরিহার করিবেন। এজন্য আমি তোমাদিগকে যে কথা বলিয়াছি, তাহাতে তোমরা চিন্তাকুল হইও না। তোমাদের চিত্ত যেন উৎকণ্ঠিত না হয়। কারণ তোমাদের পক্ষে দ্বিতীয় কুদরত দেখাও প্রয়োজন, এবং ইহার আগমন তোমাদের পক্ষে শ্রেয়। কারণ উহা স্থায়ী। উহার ধারাবাহিক শৃঙ্খল কেয়ামত পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হইবে না। সেই দ্বিতীয় কুদরত আমি না যাওয়া পর্যন্ত আসিতে পারে না, কিন্তু আমি যাওয়ার পর খোদা তোমাদের জন্য সেই 'দ্বিতীয় কুদরত' প্রেরণ করিবেন। তাহা চিরকাল তোমাদের সঙ্গে থাকিবে। ইহাই খোদাতা'লা বারাহীনে আহ্‌মদীয়া গ্রন্থে অঙ্গীকার করিয়াছেন। সেই প্রতিশ্রুতি আমার নিজের জন্য নহে— সেই প্রতিশ্রুতি তোমাদের জন্য। যেমন খোদাতা'লা বলিতেছেন : "আমি তোমার অনুবর্তী এই জামাতকে কেয়ামত পর্যন্ত অন্যের উপর প্রাধান্য দান করিব।"

সুতরাং তোমাদের জন্য আমার বিচ্ছেদ দিবস উপস্থিত হওয়া প্রয়োজন, যেন ইহার পর সেই দিবস আসিতে পারে, যাহার জন্য চিরপ্রতিশ্রুতি প্রদত্ত হইয়াছে। আমাদের সেই খোদা প্রতিজ্ঞা পালনকারী, বিশ্বস্ত এবং সত্যবাদী। তিনি তোমাদিগকে সবকিছুই দেখাইবেন, যাহা তিনি অঙ্গীকার করিয়াছেন। যদিও বর্তমান যুগ শেষ যুগ এবং বহু বিপদাপদ আছে, যাহা অবতীর্ণ হইবার সময় এখন সমুউপস্থিত, কিন্তু এ পৃথিবী সেই সময় পর্যন্ত কখনো লয় পাইবে না, যে পর্যন্ত সেই সমুদয় বিষয়ই পুর্ণ না হয়, যাহার সংবাদ খোদা দিয়াছেন। আমি খোদাতায়ালার নিকট হইতে এক প্রকার কুদরত হিসাবে আবির্ভূত হইয়াছি। খোদার মূর্তিমান কুদরত। আমার পর আরো কতিপয় ব্যক্তি হইবেন, যাঁহারা দ্বিতীয় কুদরতের বিকাশ হইবেন। অতএব, তোমরা খোদার অপর কুদরতের অপেক্ষায় সমবেত ভাবে দোওয়া করিতে থাক। 'সালেহীন' সম্বলিত প্রত্যেক জামাত, প্রত্যেক দেশে সমবেতভাবে প্রার্থনা করিতে থাকিবে, যেন দ্বিতীয় কুদরত স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হয়, এবং তোমাদিগকে দেখান হয় যে, তোমাদের খোদা অতি শক্তিমান খোদা। প্রত্যেকেই স্বীয় মৃত্যুকে সন্নিকট মনে করিও ; তোমরা জাননা যে সেই মুহূর্ত কখন উপস্থিত হইবে।" (আল-ওসিয়ত, পৃঃ ৫-৯)

অনুবাদ : —এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

জুমার খোৎবা

সৈয়দনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)

[২৮শে এপ্রিল ১৯৭৮ ইং, মসজিদ আকসা, রাবওয়া]

যুক্তি-প্রমাণ, প্রেম-ভালবাসা, দোওয়া এবং আসমানী নিদর্শনাবলীর সাহায্যে আল্লাহতায়ালার ওয়াহ্‌দানিয়াত এবং রসুল আকরাম (সাঃ)-এর গৌরব ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট থাকাই হইল আমাদের কাজ।

ইসলামের গালাবাকে ত্বরান্বিত ও নিকটতর করার জন্য জরুরী, আমরা যেন তদ্বীর ও প্রচেষ্টাসমূহের সঙ্গে সঙ্গে সকাতর দোওয়ার উপর বিশেষ জোর দেই।

তাশাহুদ, তায়াউয ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর আকদাস (আইঃ) বলেন : বিগত সন্ধ্যা হইতে জ্বর-ভাব অনুভব করিতেছি। মাথায়, বরং সারা শরীরে ব্যথা আছে। কিন্তু আজ যেহেতু আমি সারা বিশ্বে আমার যে সকল ভ্রাতা-ভগ্নি ছড়াইয়া আছেন তাহাদিগকে দোওয়ার জন্য এক তাহ্‌রীক করিতে চাই, সেই জন্য আমি অসুস্থতা সত্বেও এখানে উপস্থিত হইয়াছি।

হুজুর বলেন : আমাদের মুবাল্লেগগণ যাঁহারা খোদাতায়ালার ওয়াহ্‌দানিয়াত (একত্ববাদ) এবং হযরত রসুল মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের গৌরব ও মাহাত্ম সারা বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কাজ করিয়া যাইতেছেন, তাঁহারা নিতান্ত স্বল্প পরিমাণ পারিতোষিক গ্রহণ পূর্বক অতি কষ্টে-সিষ্টে জীবন যাপন করিয়া এবং বিভিন্ন প্রকারের কষ্ট সহ্য করিয়া ইসলামের আলো দুনিয়াতে ছড়াইতেছেন। তাঁহারা পূর্ব ও পশ্চিম আফ্রিকা, আমেরিকা কেনাডা, ইংল্যাণ্ড এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এবং বিভিন্ন দ্বীপপুঞ্জে ইসলাম প্রচারের কাজ সম্পাদন করিতেছেন। তাহারা ইহাতে সন্তুষ্ট যে, তাহাদের রব তাহাদের দ্বারা স্বীয় প্রেম ও মহব্বতের অলৌকিক জালওয়া সমূহ প্রদর্শন করিতেছেন, এবং আমরাও সন্তুষ্ট যে, আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদিগকে এরূপ নওজওয়ান দান করিয়াছেন, যাঁহারা দুঃখ-কষ্টকে ভ্রুক্ষেপ করিয়া হরদম ইসলাম প্রচারের কাজে চেষ্টিত আছেন।

হুজুর বলেন, ইহা এক বুনিয়াদী এবং মুল-নীতির বিষয় যে, সত্য উহার প্রচার ও প্রসারের জন্য কোন জবরদস্তি বা শক্তি প্রয়োগের মুখাপেক্ষী নয়। রসুল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় পার্থিব শক্তি ইসলামের সেই জ্যোতিকে, যাহা প্রেম ও ভালবাসার দ্বারা সমগ্র জগতকে উহার আওতাভুক্ত করিয়াছিল, জবরদস্তি ও শক্তি প্রয়োগের দ্বারা পর্যুদস্ত করার প্রয়াস পাইয়াছিল; কিন্তু সেই অপপ্রয়াসে পার্থিব শক্তি

ব্যর্থ হইয়া ছিল। ইসলাম উহার দুর্বল অবস্থায় মানবহৃদয় সমূহ জয় করিয়াছিল, এবং যখন উহা ক্ষমতার অধিকারী হইল, তখনও উহা জবরদস্তি ও জোর প্রয়োগে নিয়োজিত হয় নাই বরং প্রেম, সহানুভূতি, অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ, আসমানী নিদর্শন, নিঃস্বার্থ সেবা এবং দোওয়ার দ্বারা এলাকার পর এলাকা জয় করিয়াছিল, এবং এখন তো অনেকংশে জগতবাসীও বুঝিতে পারিয়াছে যে, ধর্মের ব্যাপারে জবরদস্তি ও বল-প্রয়োগের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ ভূল। কেননা পার্থিব শক্তি ও ক্ষমতা কখনও মানবহৃদয়ের উপর শাসন চালাইতে পারে না।

হুজুর বলেন : আমাদের জামাত এক গরীব, মিসকীন ও আজেয জামাত, যাহা কোন ক্ষমতার অধিকারীও নয় এবং কোন ক্ষমতা লাভের লিপ্সা বা আগ্রহও তাহার নাই। কিন্তু খোদাতা'লার ইহা ফজল যে, আমাদের হৃদয়ে ইসলাম প্রচার ও প্রসারের জন্য প্রেরণা ও উদ্দীপনা শীখা প্রজ্জ্বলিত রহিয়াছে। এ কারণেই শুধু পাকিস্তানেরই নয়, বরং জগতের অপরাপর বিভিন্ন দেশেরও বহু মুখলেস আহ্মদী যুবক নিজেদের জীবন ইসলামের খেদমতের উদ্দেশ্যে ওক্ফ (উৎদর্গ) করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত এরূপ বহু আহ্মদীও আছেন, যাঁহারা স্বপ্রণোদিত ও স্বেচ্ছাকৃতভাবে দ্বীনের সেভায় সময় ব্যয় করেন। হুজুর (আইঃ) কয়েক-জন অ-পাকিস্তানী আহ্মদী মুবাল্লেগের কুরবানী সমূহের কথা উল্লেখ করার পর বলেন যে, আমাদের সকল মুবাল্লেগদের ইহা প্রাপ্য হক, এবং আমাদের জন্য বাধ্যকর যে, আমরা যেন সর্বদা তাহাদের জন্য দোওয়া করিতে থাকি—আল্লাহতায়ালা স্বীয় রহমতের ছায়া তাহাদের উপর স্থির রাখুন, রুহুল-কুদ্দুস দ্বারা তাহাদের সাহায্য করুন, এবং সদা তাহাদিগকে নিজ হেফাজতে ও আশ্রয়ে রাখুন।

হুজুর বলেন, জামাতে আহমদীয়ার মাধ্যমে এখন যে মে জাহেদা পৃথিবীতে জারী রহিয়াছে, উহার কোন কোন কর্মসূচী বিশেষ তাৎপর্যবহ হইয়া থাকে। যেমন, যুগ-ইমাম (খলিফা) যদি বহির্দেশে যাইয়া ইসলামের বাণী পৌঁছান, তাহা হইলে উহা এক বিশেষ গুণ ও তাৎপর্য বহণ করে এবং প্রভাব ও আকর্ষণের দিক দিয়া সমগ্র জগতের সহিত উহা সম্পৃক্ত হইয়া থাকে। এখন ২রা, ৩রা ও ৪ঠা জুন তারিখে লণ্ডনে (জামাত আহমদীয়ার উদ্যোগে) এক অন্তর্জাতিক কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে। ইহাতে খৃষ্টান গবেষকবর্গ এরূপ রচনাবলী পাঠ করিবে, যদ্বারা সপ্রমাণিত হইবে যে, হযরত ঈসা মসীহ (আঃ) সম্পর্কে কুরআন করীমের এই বর্ণনা বাস্তব সত্য : وما قتلوه وما صلبوه অর্থাৎ, হযরত ঈসাকে কতলও করা হয় নাই এবং ক্রুশে বিদ্ধ করিয়াও মারা হয় নাই। (সুরা নেসা : ১৫৮)। বহু খৃষ্টান পণ্ডিত ব্যক্তি অত্যন্ত পরিশ্রমের সহিত গবেষণা সহকারে প্রণীত পুস্তকাবলীর মধ্যে উক্ত কুরআনী বর্ণনাকে সত্য সাব্যস্ত করিয়াছেন, এবং

এইরূপে হযরত মসীহ (আঃ)-এর জীবনের প্রকৃত রহস্য ও ঘটনা সমূহ প্রস্ফুটিত হইয়া সকলের সামনে আসিয়া গিয়াছে। এখন এই কনফারেন্সের ব্যাপারে সেখানকার কতক মহলের পক্ষ হইতে বিরোধিতাও শুরু হইয়াছে। অথচ উক্ত কনফারেন্সের বিরুদ্ধাচারীগণের ক্রোধ অসঙ্গত এবং কোনও ন্যায় সঙ্গত যুক্তি তাহাদের এই ক্রোধ ও বিরুদ্ধাচরণের যথার্থতা প্রমাণ করিতে পারে না। এই বিরোধিতাও প্রকৃতপক্ষে আমাদের প্রচেষ্টা সমূহ আল্লাহ্‌তায়ালার সমীপে গৃহীত ও কবুল হওয়ার স্বাক্ষর ও নিদর্শন স্বরূপ। যাহা হউক, আমাদের কাজ এই যে, আমরা যেন যুক্তি-প্রমাণ, প্রেম-ভালবাসা, দোওয়া এবং আসমানী নিদর্শনাবলীর সাহায্যে আল্লাহ্‌তায়ালার ওয়াহ্‌দানিয়াত এবং রসুল আকরাম (সাঃ আঃ)-এর গৌরব ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট থাকি।

পরিশেষে হুজুর বলেন, বন্ধুগণ দোওয়া করুন সেই সকল মোবাল্লেগগণের জন্য, যাঁহারা বিভিন্ন দেশ ও বিভিন্ন অঞ্চলে একান্ত এখলাস ও ঐকান্তিকতার সহিত দ্বীনে-ইসলাম প্রচার করিতেছেন—আল্লাহ্‌তায়ালা যেন তাহাদের নগণ্য প্রচেষ্টা সমূহ কবুল করেন, তাহাদিগকে ইহার পুরস্কার ও সওয়াব দান করেন এবং ইহার সেই সকল সুফল প্রকাশ করেন যাহা আমাদের কাম্য। এতদ্ব্যতীত, বন্ধুগণ ইংলণ্ডে অনুষ্ঠিতব্য উল্লিখিত কনফারেন্সের জন্যও খাসভাবে দোওয়া করিবেন—উহা যেন মঙ্গলমত সকল প্রকারের বরকত ও কল্যাণের সহিত শান্তি ও সৌহার্দ পুর্ণ পবিত্র পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়, সর্বোতভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয়, অতঃপর উহার ফলশ্রুতিতে মানুষ সত্য উপলব্ধি করিতে পারে এবং সত্যকে উপলব্ধি করার ফলে মানব-সমাজে সৃষ্ট খারাপি সমূহ তিরোহিত হয়, এবং সমগ্র মানবজাতি রসুল আকরাম (সাঃ আঃ)-এর পতাকার নীচে একক পরিবারের ন্যায় সমবেত হইয়া পুলকিত ও শান্তিপুর্ণ জীবন যাপন করিতে আরম্ভ করে; তাহাদের সমস্ত দুঃখ-বেদনা দূরীভূত হয় এবং প্রত্যেক প্রকারেরর অভিশাপ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া তাহারা ইসলামের সর্বাঙ্গীন সুন্দর সমাজ-ব্যবস্থায় বসবাস করে। আমীন। (আল-ফজল, তাং ২৭/৪/৭৮)

রাবওয়া, ৫ই হিজরত (৫ই মে) সৈয়দেনা হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ) আজ অসুস্থতা সত্বেও জামে-মসজিদ আকসায় জুমার নামায পড়ান। নামাজের পূর্বে হুজুর (আইঃ) তাঁহার সারগর্ভ ও ঈমান উদ্দীপক খোৎবায় বলেন :

"হযরত নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের রেসালাত সম্বন্ধে খোদাতায়ালা কোরআন করীমে অতীব মহান ঘোষণা সমূহ প্রদান করিয়াছেন। একটি ঘোষণা তো এই করিয়াছেন : (١٠٨ الانبياء) وما ارسلناك الا رحمة للعلمين অর্থাৎ, তাঁহার মহান স্বত্বাকে আলামীন তথা সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমত রূপে প্রেরণ করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় ঘোষণা আল্লাহ্ তায়ালা এই করিয়াছেন :

و ما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا و نذيرا - (سباء : ٢٩)

অর্থাৎ—তোমাকে হে রসুল! সমগ্র মানব জাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসাবে প্রেরণ করিয়াছি।

মোট কথা, তাঁহার বরকতময় স্বত্তাকে 'কাফফাতাল লিন্নাসে'—সমগ্র মানব জাতির জন্য সারা বিশ্বের রসুলে-রহমত, বশীর ও নজীর বলিয়া নিরূপিত করা হইয়াছে। আল্লাহতায়ালা কিয়ামত পর্যন্ত সমগ্র মানবকুল ও ধারাবাহিক বংশধরদিগকে তাঁহার রেসালতের অধীনস্থ সাব্যস্ত করিয়া একটি ওয়াদাও প্রদান করিয়াছেন। এবং সেই ওয়াদা এই যে, ইসলামের উপর তেরটি শতাব্দী অতিবাহিত হইবার পর সেই যুগ আসিবে, যখন মানবজাতি সামগ্রিকভাবে নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পতাকার নীচে 'উম্মতে ওয়াহেদা' রূপে একত্রিত হইবে। প্রথম তিন শতাব্দী তো ইসলামের উন্নতির শতাব্দী ছিল, যখন ইসলাম তৎকালীন সমগ্র পরিচিত পৃথিবীর বুকে ছড়াইয়া পড়ে। সেই তিন শতাব্দীর পর অধঃপতনের যুগ আরম্ভ হয়, যাহা এক হাজার বৎসর কাল ব্যাপী চলিতে থাকে। প্রথম তিন শতাব্দীতে পৃথিবীর অনেক অংশ এরূপ ছিল যাহা তখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। সেই জন্য সেই সময় সমগ্র মানবজাতি ইসলামের পতাকার নীচে সমবেত হইতে পারে নাই। কিন্তু উহার পর যখন এক হাজার বৎসর আরও অতিক্রান্ত হইল এবং চৌদ্দ শতাব্দীর সূচনা হইল, তখন এই এলাহী ওয়াদা পুর্ণ হওয়ার সময় উপস্থিত হইল। ইহা সেই যামানা, যাহার মধ্য দিয়া আমরা অতিক্রম করিতেছি। এই যুগের মুসলমানদের উপর বড়ই গুরু দায়িত্বভার ন্যাস্ত হয়।

হুজুর (আই:) বলেন, আল্লাহ্তায়ালার পক্ষ হইতে প্রাপ্ত সুসংবাদ সমুহের মাহাত্মের অনুপাতে দ্বায়িত্বাবলীও গুরুত্বপুর্ণ ন্যাস্ত হইয়া থাকে এবং তদনুযায়ী এই অনুভূতিরও উন্মেষ ঘটে যে, মানুষ তাহার নিজ স্বত্তায় কোনও মৌলিকতা বা বাস্তবতার অধিকারী নয়—সে তাহার নিজ ক্ষমতা বলে খোদায়ী ওয়াদা সমুহকে পুর্ণতার রূপ দান করিতে সক্ষম নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাঁহার ফজল ও তাঁহার সাহায্য ও সমর্থন তাহার সহযোগী হয়। জগতে রসুল করীম সা: আ:) 'রহমতুল্লিল আলামীন" হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার নকশা যাহাতে কার্যকরীরূপে পরিদৃষ্ট হয় সেই মহাযুগের আবির্ভাবকে ত্বরান্বিত ও নিকটতর করার জন্য আমাদের উপর গুরু দ্বায়িত্বভার ন্যাস্ত হয়। আমাদের নগণ্য প্রচেষ্টা সমুহের পাশাপাশি আমাদের জন্য জরুরী, আমরা যেন চরম বিনয় ও আজেযীর সহিত আল্লাহ্তায়ালার আসতানায় সকাতরে প্রণত হইয়া তাঁহার নিকট সাহায্য ও সমর্থন কামনা করি।

হুজুর আকদাস বলেন, আমরা এপ্রসঙ্গে যে নগণ্য প্রচেষ্টা সমূহ চালাইয়া যাইতেছে তন্মধ্যে একটি সেই কনফারেন্স, যাহা অদূর ভবিষ্যতে (—২রা, ৩রা ও ৪ঠা মে ১৯৭৮ তারিখে—অনুবাদক) ইংলণ্ডে অনুষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে এবং যে সম্বন্ধে আমি বিগত জুমার খুৎবায় উল্লেখ করিয়াছি। সেখানে ইহা লইয়া বিপুল আলাপ-আলোচনা চলিতেছে। আল্লাহ্‌তায়ালা সুরা কাহ্‌ফে বলিয়াছেন যে বিনা যুক্তিতে খৃষ্টানরা হযরত ঈসা (আঃ)-কে খোদার পুত্র বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছে কিন্তু আখেরী জামানায় দলীল-প্রমাণের সহিত তাহাদের প্রভাব-প্রতিপত্তিকে খণ্ডন করা হইবে এবং তাহারা তাহাদের পরিকল্পনা ও দুরভিসন্ধিতে ব্যর্থতায় পর্যবসতি হইবে। আজ একদিকে ইসলামের বিরুদ্ধ-বাদীরা তাহাদের সকল তদবীর এবং সমস্ত ধনসম্পদকে কার্যে নিয়োজিত করিতেছে, কিন্তু অন্যদিকে ইসলামের গালবা ও প্রাধান্য বিস্তার সম্পর্কে আল্লাহ্‌তায়ালার ওয়াদাও আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি, এবং আমরা সম্যক জ্ঞাত যে, আমাদের খোদা সাচ্চা ওয়াদা পালন কারী খোদা। কিন্তু কুরবানী, আত্মত্যাগ এবং সকাতর দোওয়া সমুহের পরেই উক্ত বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন সংঘটিত হইতে পারে এবং মিথ্যা ও বাতিলের যে পরাজয় আজ দৃশ্যতঃ অসম্ভব বলিয়া মনে হইতেছে তাহা সকরুণ দোওয়া, আরও দোওয়া এবং অধিকতর দোওয়ার দ্বারাই ইনশাআল্লাহ্‌ সম্ভবে পরিণত হইবে।

হুজুর বলেন, সুতরাং বর্তমান দিন গুলিতে অতীব জরুরী, আমরা যেন দোওয়ায় বিশেষ জোর দেই। খোদাতায়ালা সফরে ও বাসস্থানে আমার এবং আমার সঙ্গীগণের হাফেজ ও নাসের হউন এবং তিনি সর্বক্ষণ আপনাদের সকলের হাফেজ ও নাসের হউন। আপনাদিগকে সকল প্রকারের অনিষ্ট হইতে, প্রত্যেক রোগ-শোক হইতে নিরাপদ রাখুন, রক্ষণা বেক্ষণ করুন। খোদা করুন, আপনারা যেন আমাদের জন্যও এবং আপনাদের নিজেদের জন্যও মকবুল দোওয়াসমূহ করিবার তওফিক লাভ করেন। আমীন।

(আল-ফজল, তাং ৬/৫/৭৮ ইং)

অনুবাদ : আহমদ সাদেক মাহমুদ

---

০ মোহাম্মাদ (সাঃ) দুই জাহানের ইমাম এবং প্রদীপ।
মোহাম্মাদ (সাঃ) যমীন ও আসমানের দ্বীপ্তি।
সত্যের ভয়ে তাঁহাকে খোদা বলি না।
কিন্তু খোদার কসম তাঁহার সত্বা জগদ্বাসীর জন্য খোদা-দর্শনের দর্পন স্বরূপ।
['ফারসী দুররে সমীন' —হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)]

॥ দুই মসিহের (আঃ) কবরে ॥

—আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী

কলিকাতা জামাত কর্তৃক 'নিখিল বঙ্গ আহ্‌মদীয়া সম্মেলনে' আমন্ত্রিত হয়ে—বিগত ৯/৪/৭৮ তারিখে বিমানযোগে কলিকাতায় পৌঁছি। এই উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জামাত পরিদর্শন এবং তবলিগী সভায়ও যোগদানের সুযোগ ঘটে।

দীর্ঘদিন থেকে হৃদয়ের মধ্যে একটি আকাঙ্খা দৃঢ়মূল হয়ে বসেছিল। সুযোগের অপেক্ষায় তা এত দিন বাস্তবায়িত হতে পারে নি। এবার আল্লাহ্‌তা'লা সে সুযোগ এনে দিয়ে আমার দীর্ঘদিনের কামনাকে পরিপূর্ণ করলেন। এখানে তারই সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিচ্ছি।

২৩/৪/৭৮ তারিখে কলিকাতা থেকে রওয়ানা হয়ে ২৫/৪/৭৮ তারিখে জম্মু গিয়ে পৌঁছলাম। সেখানে কাশ্মীরগামী বাস অপেক্ষা করছিল। টুরিষ্ট সেন্টার থেকে টিকেট নিয়ে শ্রীনগর যাত্রা করলাম। হিমালয়ের বুকের উপর দিয়ে আঁকা বাঁকা দুর্গম পথ পেরিয়ে আমরা চলেছি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি শ্রীনগরের পানে। আমাদের এক পাশে আকাশচুম্বী পাহাড়, অপর পাশে গভীর খাদ। হিমালয় থেকে নির্গত নদীগুলি পাথরের উপর আছাড় খেয়ে খেয়ে বয়ে চলেছে পাতালের দিকে। রাস্তায় কয়েক জায়গায় আমাদের বাস থামল নাস্তা এবং দ্বিপ্রহরের খাবার জন্য। পাহাড়ের উপরেই টুরিষ্ট রেষ্ট হাউস এবং রেষ্টুরেন্টের সুব্যবস্থা আছে। শ্রীনগর পৌঁছার বেশ কিছু আগে দুই মাইল লম্বা একটি সুড়ঙ্গ পথ। উপরে বরফ আবৃত পাহাড়, তারই ভিতর দিয়ে আমরা চলেছি। দীর্ঘ বার ঘন্টারও বেশী সময় লাগল আমাদের শ্রীনগরে পৌঁছতে। রাত্রে ডাল লেকের পাশে এক হোটেলে রাত কাটালাম। কনকনে শীত, অথচ ঢাকা ও কলিকাতায় তখন বৈশাখের তীব্র দাহন। হোটেলে যেতে হয়েছে 'শিকারা' বা ছোট সুসজ্জিত ডিঙ্গীতে করে। ভোর বেলা কাঁচের জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম শ্রীনগরের অপূর্ব শোভা। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ স্বয়ং এই অঞ্চলের প্রশংসা করেছেন, 'রাবওয়া তিন জাতি করারিওঁ ওয়া ম মায়িন' বলে। অর্থাৎ ঝরণা প্রবাহিত, ফল-ফুলে সুসজ্জিত সুউচ্চ ধাম হিসাবে কাশ্মীরের নয়নাভিরাম অপূর্ব সৌন্দর্য দর্শন করে মোঘল বাদশা তন্ময় হয়ে বলেছিলেন—

"আগর ফেরদৌছ বার রোয়ে জমি আস্ত,
হামিঁ আস্ত ও হামিঁ আস্ত ও হামিঁ আস্ত।"

অর্থাৎ পৃথিবীর বুকে যদি কোথাও স্বর্গ থেকে থাকে তাহলে তা এখানেই, শুধু এখানেই। শ্রীনগরের এক দিকে হিমালয়ের শুভ্র-সুউচ্চ চূড়া, অপর দিকে কারাকোরাম পর্বতমালা

ও পীরপাঞ্জাল। অসংখ্য ঝরণা ও লেকে পরিপূর্ণ. ছেব, আঙ্গুর আর নাশপাতির বাগানে সুশোভিত, ফুলে ফুলময় 'ভূস্বর্গ' কাশ্মীর। গুলমার্গের বরফ আবৃত অঞ্চলেও দেখে এলাম রক্ত বর্ণের ফুলের সমারোহ। আমার দীর্ঘদিনে লালিত স্বপ্ন আজ বাস্তবায়িত হল। সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠেই হোটেল ছেড়ে চললাম আই, জি, পি, অফিসের পাশে আহ্‌মদীয়া মিশনে। সেখানে সমাপ্ত প্রায় সুন্দর দ্বিতল মসজিদ। মোবাল্লেগের থাকার জন্য কাঠের তৈরী মিশন হাউস। সুন্দর পরিবেশ। সেখানে পৌঁছেই মোবাল্লেগ সাহেবকে নিয়ে চললাম ইসরাইলীয় নবী হযরত ঈসার (আঃ) কবর জিয়ারত করতে। খানইয়র মহল্লায় এই কবর অবস্থিত। লোকে 'রওজা বল' বলে, একবাক্যে জানে। ভাবতে আশ্চার্য! আজ থেকে প্রায় শত বৎসর আগে কাদিয়ানের বস্তিতে বসে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) আল্লার কাছ থেকে খবর পেয়ে ঘোষণা করেন যে. ঈসা (আঃ) একশত বিশ বৎসর কাল জীবিত থেকে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করে কাশ্মীরের শ্রীনগর খান ইয়ার মহল্লায় সমাহিত আছেন। তখন জগৎ আশ্চার্য বোধ করেছিল। অবিশ্বাসে বিদ্রূপাত্মক উক্তি করেছিল। অতি ভক্তিতে যীশু বা ঈসাকে যারা আকাশে বসিয়েছিল, যুগের মাহ্‌দীর এই ঘোষণায় তাদের মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়েছিল।

হযরত মসীহে মওউদ (আঃ) জগৎবাসীর সম্মুখে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করে বলেছিলেন যে, যীশুকে শত্রুরা শূলে দিয়ে বধ করতে পারে নি। আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁকে উদ্ধার করে দীর্ঘ জীবন দান করেন। তিনি বনি ইসরাইলের দশটি গোত্রের সন্ধানে কাশ্মীর আগমন করেন। নবুকাদনজরের অত্যাচারে অতীষ্ঠ হয়ে ইসরাইলের এই গোত্রগুলি কাশ্মীরে এসে আশ্রয় নেয়। যীশু ইসরাইলের এই সব হারান মেষের সন্ধানে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে কাশ্মীর আগমণ করেন এবং এখানেই প্রচার কার্য সমাপ্ত করে—মৃত্যুবরণ করেন। যীশুর মাতাও তাঁর সঙ্গে আসেন এবং দুধ ভাই থোমাও হারান মেষের সন্ধানে সুদূর মাদ্রাজ পর্যন্ত গমন করেন। সেখানে থোমার কবর আজো বিদ্যমান রয়েছে। প্রতি বৎসর হাজার হাজার খৃষ্টান তীর্থযাত্রী ঐ কবর দর্শনে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়ে থাকেন। তবে খৃষ্টান ধর্মের মূল উৎপাটনের ভয়ে আজো খৃষ্ট-জগৎ শ্রীনগরের কবরটিকে যীশুর কবররূপে মেনে নেবার সাহস পাচ্ছে না। তারা যীশুকে আকাশে আছেন বলে কল্পনা করে থাকে। এমনকি যীশুর মাতা মরিয়মকেও (ক্যাথলিকগণ) আকাশে আছেন বলে মনে করে থাকে।

আমরা ঈসার (আঃ) কবরের পাশে দাঁড়িয়ে দোয়া করলাম। ক্যামেরার সহায্যে কবরের পাশে দাঁড়িয়ে ছবি উঠালাম। একটি পাকা ঘরের ভিতর ঈসার (আঃ) কবর অবস্থিত। পাশের সড়ক থেকে স্থানটি একটু উঁচু। তাতে মনে হয় প্রকৃত কবর নীচে

রয়েছে। উপর অংশ চিহ্নিত করে বাঁধিয়ে রাখা হয়েছে। সমাধি গৃহের পশ্চিম পাশে বাহিরের দিক থেকে একটি সুরঙ্গ আজো দৃশ্যমান। তাই মসিহে মওউদ (আঃ) বলেছেন, "যদি যীশুর কবরকে উন্মুক্ত করা হয়—তাহলে বহু প্রমাণ প্রকাশিত হয়ে পড়বে।" (আলহুদা)। পবিত্র কুরআনে আল্লাহতায়ালা ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, "ওয়া ইজাল কুবুরু বুছিরাত" অর্থাৎ আখেরী জমানায় কবরগুলি খনন করা হবে। আমাদের আশা, সেদিন দূরে নয়—যখন এই কবরটিও খনন করা হবে এবং ফলে, জগৎবাসীর সামনে দিবালোকের ন্যায় এটি ঈসার (আঃ) কবর রূপেই পরিগণিত হবে। আর সেদিনই খৃষ্টধর্মের কবর রচনা হবে চিরকালের জন্য। 'মসিহ হিন্দুস্থান মে' নামক আলোড়ন সৃষ্টিকারী পুস্তকে মসিহে মওউদ (আঃ) বিষদভাবে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। ক্রোশীয় ঘটনার পর আল্লাহ্‌তায়ালা ঈসাকে (আঃ) এবং তাঁর মাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন শ্যামল উপত্যকায় ঝরণা প্রবাহিত এক উচ্চ ভুখণ্ডে (মুমিনুন, ৫১ আয়াত)। বাইবেল বলে যে, যীশু ইস্রাইলের হারান মেষের সন্ধানে নানা স্থানে বিচরণ করেছেন। যেমন যীশু বলেন, "আমার আরো মেষ আছে, যে সকল এ খোঁয়াড়ের নয়, তাদেরকেও আমার আনতে হবে, তারা আমার বাক্য শুনবে, তাতে এক পাল হবে ও এক পালক। (যোহন, ১০ : ১৬)" তিনি এক পর্বতে যাওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন হারান মেষের সন্ধানে। (মথি ১৮ : ১২) আর এই পর্বত হল হিমালয়, যার মধ্যে কাশ্মীর উপত্যকা অবস্থিত।

বনি ইসরাইলের প্রতিটি গোত্রের কাছে প্রচার পৌঁছান ঈসার (আঃ) অবশ্য কর্তব্য ছিল। তাই তিনি বলেছেন, "অন্য অন্য নগরেও আমাকে ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করতে হবে, কেননা সেজন্যই আমি প্রেরিত হয়েছি। (লুক, ৪ : ৪৩) অত্যন্ত আনন্দের বিষয় আজ জগৎবাসীর দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয়েছে। ইউরোপ আমেরিকা থেকে বহু লোক অনুসন্ধানের জন্য দলে দলে শ্রীনগরে আসছে। এ ব্যাপারে বহু পুস্তক এবং পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধও প্রকাশিত হচ্ছে Notovitch নামক জনৈক রাশিয়ানের প্রখ্যাত পুস্তক 'Unknown life of Jesus' বহু পূর্বেই আমেরিকা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। কাশ্মীরের বিভিন্ন গবেষক পণ্ডিতেরাও এটি যে ঈসার (আঃ) কবর তা স্বীকার করে নিয়েছেন। টুরিষ্ট সেন্টার থেকে এমনি এক পুস্তক, 'Christ in Kashmir' আমি সংগ্রহ করেছি।

আমি কাশ্মীরের বিভিন্ন স্থান ভ্রমন করে ৩০/৪/৭৮ তারিখে পবিত্র কাদিয়ান ভূমিতে গিয়ে উপস্থিত হলাম। এই সেই কাদিয়ান, যেখানে আহ্‌মদী জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মীর্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ) জন্ম গ্রহণ করেন এবং এখান থেকেই মসিহে মওউদ

হওয়ার দাবী ঘোষণা করেন। তাঁর পবিত্র সমাধিও এখানেই অবস্থিত। এককালে এটি ছিল একটি গণ্ডগ্রাম, আজ সমগ্র জগৎবাসী কাদিয়ান বললে এক বাক্যে চিনে। কাদিয়ান আর কাদিয়ানী শব্দ দু'টি আজ শত্রু-মিত্র সকলের মুখে মুখে ধ্বনিত হচ্ছে, আলোচিত হচ্ছে।

মসিহে মওউদ (আঃ) বলেছিলেন,

"এক জমানা থা কে মেরা নাম ভি মহতুর থা,
কাদিয়াঁ ভি থি নেহাঁ এয়ছি কে গোইয়া জেরে-গার॥
কোই ভি ওয়াকিফ না থা মুঝছে না মেরা মুতাকিদ,
লেকিন আব দেখো কে চর্চা কিছ কদর হ্যায় হর কিনার।"

কাদিয়ানে অবস্থান কালে বয়তুজ জিকর, বয়তুদ দোয়া এবং বেহেস্তীমকবেরায় বার বার দোয়া করার সুযোগ হয়েছে। লিল্লাহিল হামদ।

মসিহ্ নাসেরীর কবর এবং মসিহ্ মোহাম্মদীর কবর দুটিই বিশেষ ভাবে চার দেওয়ালের মধ্যে অবস্থিত। উভয় কবরের পাশেই আরো বহু কবর রয়েছে। মসিহ্ মোহাম্মদীর কবরের পাশে অবস্থিত অন্যান্য কবর গুলি ধর্মের জন্য আত্মোৎসর্গকারী এবং অসিয়তকারী সৌভাগ্যবান মুমেনদের। কিন্তু মসিহ্ নাসেরীর কবর সংলগ্ন আম কবর স্থানটি যে কাদের তা আজ সঠিক ভাবে নির্ণয় করা সম্ভব নয়। জানিনা এই স্থানেও কোন খোদা প্রেমিকের দল সমাহিত আছেন কি না!

শুভ-বিবাহ

কোলদিয়াড় নিবাসী মোঃ মুজিবর রহমান পিতা মৃত হায়েত আলী প্রমাণিকের সহিত পাবনা জেলা নিবাসী মোঃ গিয়াস উদ্দিন মোল্লার প্রথমা কন্যা মোসাঃ রিণা খাতুনের শুভ বিবাহ ১২/৫/৭৮ শুক্রবার দুই হাজার টাকা মোহরানা ধার্যে কন্যার পিতার বাস ভবনে সুসম্পন্ন হয়। সকল জামাতের ভাই ও বোনদের নিকট দোওয়ার আবেদন করা যাইতেছে।

ভুল-সংশোধন

গত ১৫ই মে/৭৮ সংখ্যায় 'আহমদী'তে ২২ পৃষ্ঠায় বিবাহের সংবাদে ভুলবশতঃ পাত্রের নাম আবু তাহের লিখা হইয়াছে।

"পাত্রের নাম হইবে ব্রাহ্মণ বাড়ীয়া (টেঙ্কের পাড়া) নিবাসী হোসেন আলী মিয়ার দ্বিতীয় পুত্র মোঃ আবু তালেব মিয়া।"

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সত্যতা

মূল: হযরত মীর্যা বশীরউদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—২৮)

ধর্মীয় বিতর্কের সঠিক পদ্ধতি ঃ

হযরত মীর্যা সাহেব ধর্মীয় বিতর্কের ক্ষেত্রে যে সকল অসুবিধা ও বাড়াবাড়ির সৃষ্টি হয়ে থাকে সেগুলির নিরসণের জন্য সঠিক পদ্ধতি ও যুক্তিপূর্ণ নীতি মালা পেশ করেন। তাঁর পদ্ধতি ও নীতি অবলম্বন করলে এই ধরণের ধর্মীয় বিতর্ক শান্তি ও যুক্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হতে পারে এবং এগুলি অনেক বেশী ফল-প্রসূ ও অর্থপূর্ণ হতে পারে। সমসাময়িক কালে প্রায়ই দেখা যেত যে, কোন কোন ধর্মাবলম্বী নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী কোন কোন বিষয়কে তাদের ধর্মের অন্তর্ভূক্ত এবং আর কতগুলো বিষয়কে অন্যদের ধর্মের অন্তর্ভূক্ত বলে অভিহিত করে থাকেন। সত্যিকার অর্থে এই ধরণের আন্ত-ধর্মীয় বিতর্কের পরিধি এবং পদ্ধতি বলতে কিছুই ছিল না।

হযরত মীর্যা সাহেব বল্লেন যে, কোন ধর্মীয় বিতর্কের ক্ষেত্রে স্ব স্ব ধর্ম-গ্রন্থের ভিত্তিতেই বিতর্কিত বিষয়ের আলোচনা হওয়া আবশ্যক। কেননা কোন ধর্মের ঐশীগ্রন্থই তো সেই ধর্মের মুল-ভিত্তি। তাহ'লে সেই গ্রন্থই সকল আলোচনার মাপকাঠি হবে না কেন? কোন ঐশীগ্রন্থকে উহার প্রাধান্যের জন্য যেমন দাবী পেশ করতে হবে, তেমনিভাবে দাবীর সপক্ষে যুক্তিও প্রদর্শন করতে হবে। যদি কোন ধর্মীয় প্রবক্তা তাঁর ধর্মের ঐশীগ্রন্থের নামে কোন দাবী পেশ করেন, কিন্তু সেই দাবী ঐশীগ্রন্থ কর্তৃক সমর্থিত না হয় তাহলে তিনি ঐশীগ্রন্থের স্বকীয়তা বর্জন করে নিজস্ব মনগড়া দাবীই পেশ করেন। অনুরূপভাবে তিনি যদি তাঁর ধর্মের নামে কোন যুক্তি পেশ করেন, অথচ সেই যুক্তি তাঁর নিজ ঐশীগ্রন্থ কর্তৃক অসমর্থিত হয়, তাহ'লেও তাঁর সেই যুক্তি মূলতঃ ভিত্তিহীন। এরূপ বিতর্ককারী পণ্ডিত শুধু তর্ক-বিতর্ক বাড়িয়ে থাকে, কিন্তু তার ফলে কোন সুফল তো হয়ই না, বরং তার এই দুশ্চেষ্টা ধর্মীয় সত্যের প্রতিও যেমন অপকর্ম বিশেষ, তেমনিভাবে ধর্মীয় সত্যানুসন্ধিৎসুদের জন্যও বিপত্তিজনক। সুতরাং হযরত মীর্যা সাহেব এই নীতি নির্ধারণ করে দিলেন যে, ধর্মীয় বিতর্কে অংশগ্রহণকারীদেক তাঁদের দাবী এবং দাবীর সপক্ষে যুক্তি উভয়ই স্ব স্ব ধর্মীয় ঐশীগ্রন্থের যথাযথ উদ্ধৃতি সহ পেশ করতে হবে।

ধর্মীয় বিতর্কে আগ্রহী ব্যক্তিগণ যদি সর্বসম্মতিক্রমে এই এই নীতি গ্রহণ করেন এবং কোন প্রকার ব্যতিক্রমের আশ্রয় গ্রহণ না করেন তাহ'লে আন্ত-ধর্মীয় আলোচনা শান্তিপূর্ণ এবং ফলপ্রসূ হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু বিপক্ষীয় ভিন্ন-মতাবলম্বীগণ এই নীতি সহজে মানতে চাইলেন না। কারণ এই নীতি তাদের পক্ষে অনুসরণ করা খুবই কঠিন ছিল। এর সহজ কারণ এই ছিল যে, এই নীতির আলোকে অন্যান্য ধর্মের দাবীগুলো বিচার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, দশটি দাবীর মধ্যে নয়টিই তাঁদের ঐশীগ্রন্থ কর্তৃক অসমর্থিত। আর যখন তাঁদের কোন দাবী ঐশীগ্রন্থ দ্বারা সমর্থিত হয়, তখনও দেখা যায় যে, সেগুলির সাপক্ষ যথাযথ যুক্তি তাঁদের স্ব স্ব গ্রন্থে পাওয়া যায় না।

পক্ষান্তরে হযরত মীর্যা সাহেব এই নীতি অনুসরণ করে তাঁর লেখনীর মাধ্যমে পবিত্র কুরআনের অতুলনীয় শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ পেশ করলেন। তিনি দেখালেন যে, এই অবিসম্বাদিত নীতি একমাত্র কুরআন করীমই পুর্ণ করতে পারে—একমাত্র এই পবিত্র গ্রন্থই ইহার শিক্ষা এবং প্রতিটি শিক্ষার মূলে নিহিত অকাট্য ও অখণ্ডনীয় যুক্তি-প্রমাণের সপক্ষে যথাযথ উদ্ধৃতি পেশ করতে সক্ষম।

জীবন্ত ধর্মের মাপকাঠি ঃ

অন্যান্য ধর্মের তুলনায় ইসলামের প্রাধান্য প্রতিপন্ন করার জন্য হযরত মীর্যা সাহেব আর একটি পদ্ধতি পেশ করলেন। তাঁর অনুসৃত পদ্ধতি ইসলামের জন্য যেমন বিজয়ের রাজপথ সৃষ্টি করেছে, তেমনিভাবে অন্যান্য ধর্মের জন্য পরাজয়ের নিদর্শনও পেশ করেছে। হযরত সাহেব প্রত্যেককে এই কথা পুনঃ পুনঃ স্মরণ করাতে থাকলেন যে, ধর্মের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ্‌তায়ালার সঙ্গে নিবিড়তম সম্পর্ক স্থাপন করা এবং সেই ঐশী সম্পর্কের মাপকাঠি হিসেবে নিদর্শন প্রকাশিত হওয়া অত্যাবশ্যক। যদি সব ধর্মই নিজ নিজ প্রাধান্য দাবী করে, কিন্তু সেই ধর্মের যোগ্যতা নিরূপন করার কোন বাস্তব মাপকাঠি না থাকে তাহলে সেই দাবী সমূহের সত্যতা কখনই প্রমাণ করা যেতে পারে না এবং এক অজানা কাল পর্যন্ত আন্ত-ধর্মীয় বিতর্ক ও বিরোধ চলতে থাকবে। সুতরাং একটি বাস্তব মাপকাঠির প্রয়োজন অনস্বীকার্য।

কোন ধর্মের সত্যাসত্যের, এর চেয়ে আর কি মাপকাঠি হতে পারে যে—সেই ধর্মের সপক্ষে আধ্যাত্মিক জীবন এবং শক্তির বিকাশ ঘটে এবং আল্লাহ্‌তায়ালার অনুগ্রহ, প্রেম এবং যোগসূত্রের প্রমান স্বরূপ নিদর্শনাদি প্রকাশিত হয়? আলোচ্যমান যে কোন ধর্ম সত্যিকার অর্থে জীবন্ত ধর্ম কিনা? সেই ধর্মের অনুসারীদের পক্ষে আল্লাহ্‌তা'লার নৈকট্য লাভের পর্যাপ্ত দৃষ্টান্ত রয়েছে কিনা? সেই ধর্মের অনুসারীগণ ঐশী নৈকট্যের প্রমান স্বরূপ নিদর্শন পেশ করতে সক্ষম কিনা—যে নিদর্শন সমূহের দ্বারা নবী-রসুল-সাধু-ব্যক্তিগণ এবং সাধারণ লোকের মধ্যে পার্থক্য করা সম্ভব।

অন্যান্য ধর্মের মতানুসারীগণ যদি ধর্মীয় গুনগত বৈশিষ্ট্যের শ্রেষ্ঠত্ব পরীক্ষার্থে এই সকল মাপকাঠি ব্যবহার করতে রাজী থাকেন, তাহা'লে হযরত মীর্যা সাহেব ঘোষনা করলেন যে, ইসলামের সপক্ষে তিনি নিজেকে পেশ করবেন। হিন্দু খৃষ্টান, ইহুদী—যে কোন ধর্মের অনুসারীগণ তাঁর সঙ্গে এই মাপকাঠি অনুযায়ী মোকাবেলা করতে পারেন বলে তিনি ঘোষণা করলেন। তিনি বিভিন্নভাবে এবং বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে বিশ্ববাসীর সামনে জীবন্ত ধর্মের এই মাপকাঠি প্রয়োগ করার জন্য আহ্বান জানান। কিন্তু কেউ তার সামনে এগিয়ে এলো না।

খৃষ্টধর্মের বিশপ সাহেবের প্রতি চ্যালেঞ্জ :

হযরত মীর্যা সাহেব উত্তর ভারতের তদানীন্তন খৃষ্টীয় চার্চের প্রধান লাহোরের বিশপকে দোওয়ার কবুলিয়ত (প্রার্থনার ফলপ্রসুতা) সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে এক আধ্যাত্মিক পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে আহ্বান জানালেন। হযরত সাহেব বল্লেন: বাইবেলে কি একথা বলা হয় নাই যে, যদি খৃষ্টানদের সরীষা বীজ-তুল্য অর্থাৎ কনা মাত্র ঈমানও থাকে, তদ্বারা তারা পর্বতসমুহ উত্তোলন করতে সমর্থ হবে? অনুরূপভাবে মুসলমানদেরকও বলা হয়েছে—যারা সত্যিকার বিশ্বাসী তারা তাদের প্রার্থনার কবুলিয়তের জন্য আল্লাহ্‌র উপরে পূর্ণভাবে নির্ভর করতে পারে। সুতরাং উভয় দিক বিবেচনা করে বিশপ সাহেবের উচিৎ ছিল একজন মুসলমানের (অর্থাৎ হযরত মীর্যা সাহেবের) সঙ্গে "প্রার্থনা দ্বন্দ্বে" অবতীর্ণ হওয়া এবং উভয়ের মধ্যে কার প্রার্থনা অধিকতর মঞ্জুর হয় তা প্রমাণ করা। এর ফলে দেখা যেত কার প্রার্থনা মঞ্জুর হয়—একজন খৃষ্টানের, না একজন মুসলমানের। বিশপ সাহেব নিরুত্তর থাকলেন। তাঁর নিরবতায় জনসাধারণের মধ্যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। ইংরেজদের দ্বারা সম্পাদিত সংবাদ-পত্র গুলিও বিশপ সাহেবকে আক্রমণ করে লিখতে লাগলেন। তাঁরা লিখলেন: খৃষ্টধর্মের পক্ষে বিশপ সাহেবগণ যে সকল দম্ভোক্তি করেন সেগুলি কি কাজে লাগলো, যে মোটা অংঙ্কের বেতন ও সুবিধাদি তাঁরা সরকারী ফাণ্ড হতে লাভ করেন সেগুলিই বা কি কাজে লাগলো—যদি এই ধরণের একটা পরীক্ষা বা দ্বন্দের আহ্বান আসবে বিশপগণ ময়দান ছেড়ে পালিয়ে যান? কিন্তু লাহোরের বিশপ সাহেব এই ধরণের প্রচারণা সত্বেও অবিচলিত ও পুর্বের ন্যায় নিরবই থেকে গেলেন। আবেদন-নিবেদনই হোক আর বিদ্রূপই হোক—কোনটাই ফলপ্রসু হলো না। বিশপ সাহেব এটা ওটা কারণ দেখিয়ে প্রার্থনা দ্বন্দের চ্যালেঞ্জটিকে পরিহার করে গেলেন। (প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য যে, আমেরিকান অলেকজাণ্ডার ডুই ও ভারতীয় পণ্ডিত লেখরাম ও আব্দুল্লাহ আথমের শোচনীয় পারণতির ঘটনা প্রকাশিতব্য "১০ নম্বর যুক্তি-প্রমাণ" শীর্ষক আলোচনা কালে সন্নিবেশিত করা হবে)

বস্তুতঃপক্ষে ধর্মীয় মত বিরোধ নিরসণ কল্পে হযরত মীর্যা সাহেবের উপরিল্লিখিত পদ্ধতিগুলোর প্রেক্ষিতে অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদের কোন প্রকার যুক্তিপুর্ণ জবাব দেওয়ার ক্ষমতা ছিল না। এর ফলশ্রুতিতে ইসলামের প্রাধান্য ও বিজয়ই তাঁর দ্বারা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যুক্তি এবং প্রতি-যুক্তি বল্‌গাহীন ঘোড়ার ন্যায় দীর্ঘকাল ধরে চলতে পারে এবং তারপরও অপরাজিত থাকা সম্ভব হতে পারে—কিন্তু যখন সেই বিতর্কিত বিষয়টিকে একটি বাস্তবক্ষেত্রে পরীক্ষনীয় বিষয়ে পরিণত করা হয়, তখন সেই বাস্তব পরীক্ষার ফল একদিকে সত্যের আকারে এবং অন্যদিকে মিথ্যার আকারে প্রতিভাত হয়ে যায়। এবং তখন আর সত্য ধর্ম ও মিথ্যা ধর্মের মধ্যে অথবা সত্য দাবী এবং মিথ্যা দাবীর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করার কোন কঠিন বিষয় থাকে না। এই বিষয়ে ইসলাম ধর্মের চ্যালেঞ্জের জবাবে অন্য কোন ধর্ম অগ্রসর হতে পারে নি। এইভাবে হযরত মীর্যা সাহেবের আধ্যাত্মিক শক্তির প্রভাবে ইসলামের মহা বিজয়ের অপ্রতিহত আলোকধারা সমুজ্জল হয়ে উঠলো।

ইসলামের অখণ্ডনীয় যুক্তির তীক্ষ্ম অস্ত্র হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর মাধ্যমে এক মহা অস্ত্র বিশারদের সন্ধান লাভ করেছে। (ক্রমশঃ)

('দাওয়াত্‌ ও আমীর' গ্রন্থের সংক্ষেপিত ইংরেজী সংস্করণ 'Invitation'-এর ধারাবাহিক)

বঙ্গানুবাদ : মোহাম্মদ খলিলুর রহমান)

(২৪ পৃঃ পর)

প্রচ্ছন্ন ছিল, এবং সেগুলি গোপন থাকাই নির্ধারিত ছিল, যতক্ষণ পর্যন্ত না সেই মহাপুরুষ আবির্ভূত হইতেন, যাঁহাকে হযরত রসুল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম 'কাসেরে সলীব' ("ক্রুশ ভঙ্গকারী") বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। যখন তিনি আবির্ভূত হইলেন, তখন আর দুনিয়ার কোন শক্তিই তাহাদের এই ভ্রান্ত বিশ্বাসকে কায়েম থাকিতে দিবে না। ইনশাআল্লাহুতায়ালা।

পরিশেষে হুজুর বলেন, যাহা হউক, বন্ধুগণ দোওয়া করুন, আল্লাহ্‌তায়ালা যেন এই কনফারেন্‌সের মাধ্যমে ইসলামের গালাবা ও প্রাধান্য বিস্তারের এবং মানবহৃদয় সমূহ প্রীতি ও মহব্বতের দ্বারা জয় করার উপকরণ সৃষ্টি করেন। আল্লাহ্‌তায়ালা আপনাদের সকলের সদা হাফেজ ও নাসের (রক্ষক ও সহায়ক) হউন, এবং এই সফরে আমার এবং আমার সহগামীদেরও হেফাজত করেন এবং রুহুল কুদুছ দ্বারা আমাদের সাহায্য করেন। এই কনফারেন্‌সকে ইসলামী বরকত সমূহের বিকরণ ও সম্প্রসারণ এবং অলৌকিক জলওয়া প্রকাশের দিক দিয়া অত্যন্ত কল্যাণকর ও বরকতময় করেন। আমীন।"

(আল-ফজল তাঃ ১০/৪/৭৮ ইং)

—আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ

১রা, ৩রা ও ৪ঠা জুন ১৯৭৮ইং অনুষ্ঠিতব্য

লণ্ডনে ওফাতে ঈসা (আঃ)-এর উপর আন্তর্জাতিক কনফারেন্স

জামাতে আহমদীয়ার ইমাম হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর যোগদান :

বিশ্বের প্রখ্যাত স্কলারগণের গবেষণামূলক প্রবন্ধ পাঠ ও জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা

৮ই মে, ১৯৭৮ইং সোমবার আসরের নামাজের পর সৈয়দেনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) ত্রিত্ববাদের পুজারীদিগকে এক ও অদ্বিতীয় খোদার বাণী ও ইসলামের দাওয়াত পৌঁছাইবার উদ্দেশ্যে কয়েক মাসের জন্য বহির্দেশের সফরে রাবওয়া হইতে রওয়ানা হইয়াছেন। প্রকাশ যে, লাহোর হইয়া তিনি করাচী হইতে বিমান যোগে প্রথমে ফ্রাঙ্কফোর্ট (পুঃ জার্মানী) নিরাপদে পৌঁছিয়াছেন। সেখান হইতে তিনি জুন মাসের প্রথমভাগে লণ্ডনে অনুষ্ঠিতব্য আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে যোগদানের উদ্দেশ্যে ৩১ শে মে লণ্ডনে পৌঁছাইবেন। ইনশাআল্লাহ। উক্ত কনফারেন্স জামাত আহমদীয়ার লণ্ডন মিশনের উদ্যোগে ২রা, ৩রা ও ৪ঠা জুন তারিখে কমনওয়েলথ ইনষ্টিটিউট হলে Deleverence of Jesus Christ from Cross (হযরত ঈসার ক্রুশীয় মৃত্যু হইতে নিষ্কৃতি লাভ) বিষয়ে অনুষ্ঠিত হইবে উক্ত বিষয়ে বিশ্বের প্রখ্যাত খৃষ্টান স্কলারগণ তাহাদের চূড়ান্ত গবেষণালব্ধ রচনাবলী পেশ করিবেন। এতদ্ব্যতীত জামাত আহমদীয়ার পক্ষ হইতে প্রায় পৌণ শতাব্দী যাবৎ উক্ত বিষয়ে তাহাদের বহুল প্রচারিত অভিমত ও বিশ্বাস অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ সহকারে পেশ করা হইবে। বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নিরপেক্ষ খৃষ্টান পণ্ডিতগণ বিভিন্ন গ্রন্থ ও প্রবন্ধ প্রকাশের মাধ্যমে ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক পর্যায়ে হযরত ঈসা মসীহ (আঃ) সম্পর্কে তাঁহার ক্রুশে প্রাণত্যাগ ও আকাশে গমন সম্পর্কিত প্রচলিত খৃষ্টধর্মের ভ্রান্ত বিশ্বাসকে সন্দেহাতীত রূপে খণ্ডন করিয়া আসিতেছেন। এই সকল খৃষ্টান গবেষক বর্গের রচনা ও গ্রন্থাবলী প্রকাশ ব্যতীত বিগত বৎসর তাঁহাদের এক আন্তর্জাতিক কনফারেন্সও অনুষ্ঠিত হইয়াছিল খৃষ্টান চর্চ মহল উহাতে ভিষণ রূপে বিচলিত হইয়া ছিল। এখন জুন মাসে অধিকতর উচ্চ পর্যায়ে অনুষ্ঠিতব্য আহমদীয়া কনফারেন্সের প্রেক্ষিতে চর্চ আরও অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন। লণ্ডন আহমদীয়া বুলেটিনে প্রকাশ যে, উক্ত কনফারেন্স উপলক্ষে হযরত চৌধুরী স্যার মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ খান সাহেবের সদ্য প্রণীত DELEVERENCE From CROSS শীর্ষক গ্রন্থ প্রকাশ হইয়াছে, যাহা কনফারেন্সে যোগদানকারী এবং উক্ত বিষয়ে আগ্রহশীলদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও আকর্ষণীয় হইবে।

ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ এই কনফারেন্সের সার্বিক সাফল্যের জন্য খাসভাবে দোওয়ায় আত্মনিয়োগ করিবেন। বিগত ৮ই মে বাদ আসর বহির্দেশের সফরে রওয়ানা হইবার প্রাক্কালে হযরত আমীরুল মুমেনীন খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ)-এর সংক্ষিপ্ত ভাষণের বঙ্গানুবাদ নিম্নে দেওয়া গেল :—

হুজুর আকদাস (আইঃ) বলেন : কিছুক্ষণ পরই আমি বহির্দেশে গমনের জন্য সফরে রওয়ানা হইতেছি। এই সফর কালে ইংলণ্ডে অনুষ্ঠিতব্য সেই আন্তর্জাতিক কনফারেন্সেও আমি যোগদান করিব, যাহা হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে কুরআন করীমের উক্তির সপক্ষে অনুষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে। এই কনফারেন্স সম্পর্কে সেখানে সর্বসাধারণ্যে জোর আলাপ-আলোচনা চলিতেছে। চার্চের পক্ষ হইতে ইহার প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা হইয়াছে এবং আমাদের লণ্ডন মিশনে বহু হুমকি সম্বলিত চিঠি-পত্রও হস্তগত হইতেছে। কিন্তু যাহাই হউক, আমাদিগকে কুরআন শরীফ যে হেদায়ত বা নির্দেশদান করিয়াছে তাহা এই যে, (البقرة : ١٥١) فلا تخشوهم واخشوني অর্থাৎ "তোমরা মানুষকে ভয় করিবে না, বরং একমাত্র আমাকেই ভয় করিবে।" সুতরাং তদনুযায়ী আমরা এই সকল হুমকিতে ভীত নই এবং আমাদের ফিতরাৎ বা স্বভাবে তো আল্লাহ্-তায়ালার ফজলে অকৃতকার্যতার বীজের লেশমাত্র নাই, এবং দোওয়ায় রত হইয়া আল্লাহ্ তায়ালার ফজল সমূহ আকর্ষণ করিয়া চলিয়া যাওয়াই আমাদের রীতি ও বৈশিষ্ট। সুতরাং আপনারাও আপনাদের মুখের হাসি ও প্রফুল্লতাকে কায়েম ও বজায় রাখিয়া দোওয়ায় মশগুল থাকুন—আল্লাহ্তায়ালা যেন এই কনফারেন্সকে অসাধারণরূপে কল্যাণকর ও বরকতের কারণ করেন। (আমিন)

হুজুর আকদাস (আইঃ) এ প্রসঙ্গে আরও বলেন যে, হযরত ঈসা (আঃ)-এর কাফন (Turin Shroud সম্পর্কিত গবেষণা প্রসঙ্গে মে মাসে খৃষ্টানগণ যে কনফারেন্স করার কথা ঘোষণা করিয়াছিলেন, উহা যথাসম্ভব আমাদের এই কনফারেন্সের কারণেই এখন স্থগিত রাখিয়া আগষ্ট মাসের দিকে পিছাইয়া দিয়াছেন। হযরত ইমাম মাহ্দী মসীহ মওউদ (আঃ) তো উল্লিখিত কাফন সম্পর্কে কিছুই লিখেন নাই এবং হুজুর (আঃ) ইহাকে কোন গুরুত্ব ও দেন নাই। ইহার কারণ এই যে, হযরত ঈসা (আঃ)-এর ক্রুশে মারা না যাওয়া এবং জীবিতাবস্থায় তাঁহাকে নামানো সম্পর্কে এতই সুস্পষ্ট দলীল-পত্র ও জবরদস্ত যুক্তি-প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে যে, যদি খৃষ্টান জগতের একাংশ এই ঐতিহাসিক কাফনকে কৃত্রিম বলিয়া দেখাইবার প্রয়াসও পায়, তথাপি বিশ্ব এখন তাহাদের পাল্লায় পড়িবে না, এবং আমরাও ইহাকে বিশেষ গুরুত্ব দেই না। এই ব্যাপারে বহু জোরদার দলীল-পত্র ও যুক্তি-প্রমাণ, যাহা মানুষের বাহ্যেন্দ্রিয় এবং বুদ্ধি-বিবেকের সহিত সম্পৃক্ত, দীর্ঘকাল যাবৎ

(অবশিষ্টাংশ ২২-এর পাতায় দেখুন)

চলতি মালী সালে বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার কর্মসূচী

আল্লাহ্‌তায়ালার অনুগ্রহে ১৯৭৮ সালের ২১শে ও ২২শে মে তারিখদ্বয়ে ঢাকা দারুত তবলীগে জনাব আমীর সাহেবের সাদারতে বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার মজলিসে আমেলা ও বিভিন্ন স্থানীয় জামাতে আহ্‌মদীয়ার প্রেসিডেন্ট সাহেবানের সম্মিলিত এক সভায় রাবওয়ায় অনুষ্ঠিত গত মজলিসে মুসাওরাতে গৃহীত প্রস্তাব সমূহের আলোকে এবং দেশে জরুরতের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ জামাতে আহ্‌মদীয়ার চলতি সনের কর্মসূচী নির্ধারণে নিম্নলিখিত প্রস্তাব সমূহ গৃহীত হয়।

চাঁদা ঃ

১। চলতি মালী সনের লাযেমী চাঁদা সমুহের (যথা চাঁদায়ে, আম হিসসায়ে আমদ, তাহ্‌রীক জদীদ ও ওয়াকফে জদীদের) শারাহ্ অনুযায়ী প্রত্যেক উপার্জনশীল আহ্‌মদীর সহি বাজেট করিতে হইবে এবং বাকায়দা নিয়মিতভাবে বৎসরের শুরু হইতে সেলসেলাওয়ার চাঁদা আদায় ও ঢাকা কেন্দ্র অফিসে প্রেরণের ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করিতে হইবে। ইহার সহিত যথা সম্ভব বকেয়া আদায় ও কেন্দ্রে প্রেরণের ব্যবস্থাকে জারি রাখিতে হইবে।

২। অন্যান্য চাঁদা যথা জুবলী ফাণ্ড, ঢাকা কেন্দ্রীয় মসজিদ নির্মাণ ও এস্তেকবাল ফাণ্ডের জন্য চাঁদা আদায় ও কেন্দ্রে প্রেরণের ব্যবস্থাকে জারি রাখিতে হইবে।

৩। জামাতের প্রেসিডেন্ট, মুরুব্বী ও মোয়াল্লেম সাহেবান সপরিবারে সহি বাজেট করানো এবং চাঁদা সুচারুভাবে দানের ব্যাপারে সর্বপ্রথম আদর্শ স্থাপন করিবেন, যাহাতে জামাতের মেম্বারগণ তাঁহাদের নমুনা দেখিয়া কদম আগে বাড়ান।

৪। সর্ব প্রকার আয়ের উপর চাঁদা দিতে হইবে। এ সম্পর্কে সদর আঞ্জুমানের নিয়মাবলী দ্রষ্টব্য, যাহা পৃথক প্রেরিত হইল, বাজেট লিখাইবার সময় কোন প্রকার আয় লুকাইবেন না। খোদাতায়ালা সর্বদর্শী।

৫। কেহ কেহ ছেলের নিকট বা অন্য কোন আত্মীয়ের উপরে খাওয়া পরা করেন। তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে তাঁহাদের কোন আয় নাই এবং সেই জন্য তাঁহারা চাঁদা দিতে পারেন না। এই সম্বন্ধে তাঁহাদের জানা উচিৎ কুরআন করীমের আরম্ভেই মুত্তাকীর জন্য শর্তবলীর মধ্যে একটি শর্ত এই রাখিয়াছেন যে, ومما رزقناهم ينفقون

"এবং আমরা তাহাদিগকে যে রিয্‌ক দিই, উহা হইতে তাহারা (আল্লাহ্‌র পথে) দেয়।"

(সুরা বকর ১ম রুকু)। সুতরাং প্রত্যেক আহমদী, যিনি খাইয়া পরিয়া আল্লাহ্‌তায়ালার রহমতে জীবিত আছেন, তিনি হিসাব করিয়া তাঁহার মাসিক খরচের উপর পুরা চাঁদা দিবেন। আল্লাহ্‌তায়ালার পথে দান রিয্‌ককে ও মালকে কম করে না, বরং সুনিশ্চিত ভাবে বাড়ায় ও বরকত মণ্ডিত করে। যে ব্যক্তি যে পরিমাণ আয় লুকাইতে চাহে, সেই পরিমাণের উপর আল্লাহতায়ালার প্রতিশ্রুত বর্ধিত দান হইতে নিজেকে বঞ্চিত করে। তাহার অবস্থা ঐ চাষীর ন্যায়, যে বীজ ধান খাইয়া স্বীয় ভাগ্যের যমীনকে পতিত রাখে।

৬। চাঁদা দেওয়ার ব্যাপারে তিনটি কথা স্মরণ রাখিবেন যথা—(১) কুরআন পাকে আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন যে যাহারা তাঁহার পথে দান করে আল্লাহতায়ালা তাহাদিগকে বহুগুণে ফিরাইয়া দেন ইহকালে এবং পরলোকও। (২) হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বলিয়াছেন যে, যাহারা উপর্যুপরী তিন মাস চাঁদা দেয় না, তাহাদের নাম আসমানে রক্ষিত আহমদীগণের নামের রেজিষ্টার হইতে কাটা যায়। (৩) হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) বাংলাদেশের আহমদীগনের নামে পয়গাম দিয়া রাখিয়াছেন যে, তাহারা যদি ধনী হইতে চাহে, তাহা হইলে তাহারা যেন বেশী বেশী চাঁদা দেয়, নচেৎ তাহারা দরিদ্র হইয়া যাইবে।

তালীম ও তরবীয়ত :

৭। পবিত্র কুরআন এক অমূল্য সম্পদ। ইহা অনন্ত জ্ঞান এবং আশিস, কল্যাণ ও উন্নতির উৎস। ইহার নিয়মিত পাঠ, অর্থ ও তত্ত্ব বুঝার এবং ইহার শিক্ষাকে জীবনে প্রতি মুহূর্তে রূপায়িত করার তাহরীককে বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা আজও না করিয়া থাকিলে অবিলম্বে জামাতের সকল স্তরে করুন। এই পথেই আমাদের জামাতের উন্নতি ও জগতের উদ্ধার নির্ধারিত আছে। প্রাথমিক ধাপে প্রত্যেক পিতামাতা তাহাদের সন্তানগণকে ঘরে ঘরে কুরআন শিক্ষা ও ইসলামী জীবন প্রণালী ও শিষ্টাচার শিক্ষা দিবেন এবং সর্বপ্রকার কুসংসর্গ ও কুশিক্ষা হইতে দূরে রাখিতে যত্নবান হইবেন। হযরত রসুল করীম (সাঃ) এর অমৃতবাণী স্মরণ রাখিবেন। ছেলেমেয়েদের জন্য সঙ্গী হিসাবে মা সর্বোত্তম এবং তাহার পরে পিতা। এতদ্বারা মাতাপিতার দেওয়া শিক্ষা ও বেতন ভোগীর দেওয়া শিক্ষার মধ্যে পার্থক্য অনুধাবন করিবেন। প্রথম ব্যবস্থায় থাকে সন্তানের জন্য স্নেহ ও কল্যাণ কামনা এবং দ্বিতীয়টিতে থাকে উহার যথেষ্ট অভাব। সুতরাং দুই ব্যবস্থার ফল সুস্পষ্ট। ইহা ছাড়া যাহারা শিক্ষা দেয়, তাহারা নিজেরাও বেশী শিক্ষা লাভ করে ও লাভবান হয়।

৮। আনসারুল্লাহ, খুদ্দামুল আহমদীয়া, লাজনা ইমাউল্লাহ, আতফাল ও নাসেরাত শাখা নিযামগুলিকে মজবুত করুন এবং তাহাদের মাধ্যমে কুরআন করীম শিক্ষার ব্যবস্থাকে

জামাতের মধ্যে সমুজ্জ্বল করুন। বর্তমানে সুরা ফাতেহার তফসীর ও আহমদী পত্রিকায় প্রকাশিত ধারাবাহিক তফসীরে কবীরের তরজমা পাঠের দ্বারা দরসের কার্য চালাইবেন।

৯। প্রত্যেক ঘরে ঘরে দৈনিক হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর পুস্তকগুলি পাঠের নিয়মিত ব্যবস্থা করুন এবং শাখা নিযামগুলির দ্বারা জামাতে এই ব্যবস্থাকে সুনিশ্চিত করুন।

১০। জামাতের সর্বস্তরে বাজামাত নামায কায়েম করুন এবং নির্ধারিত যিক্‌র ও দোওয়া পাঠের ব্যবস্থাকে যত্ন সহকারে সচল রাখুন।

১১। প্রত্যেক মাসে একটি করিয়া নফল রোজা রাখিয়া জামাতের উন্নতি ও জগদ্বাসীর কল্যাণের জন্য দোওয়া জারি রাখুন।

১২। ধুমপান ও সিনেমা দেখা ও রেডিওর গান শুনা সম্পূর্ণ বর্জন করিবেন। টি, ভির ক্ষতিকর ও নিষিদ্ধ বিষয়াবলী দেখা ও শুনা সম্পূর্ণরূপে পরিহার করিবেন এবং ছেলে মেয়েদিগকে শক্ত হস্তে এবং হুঁশিয়ারীর সহিত এগুলি হইতে দূরে রাখিবেন। তাহাদের হস্তে কোন ক্রমেই টি, ভি ছাড়িয়া দিবেন না।

১৩। নিয়মিতভাবে প্রত্যেক সপ্তাহে প্রত্যেক জামাতে তালীম ও তরবীয়তি মিটিং করিবেন। উহাতে যেন সকল সদস্য যোগদান করেন।

তবলীগ ঃ

১৪। সকল জাতির মধ্যে তবলীগের কাজকে জোরদার করিতে হইবে। পাশ্চাত্য সভ্যতা, ত্রিত্ববাদ ও মুশরেকী হামলার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রখিয়া আমাদিগকে বহুল পুস্তিকা ও পুস্তকের প্রকাশনা, মিটিং, সেমিনার ও সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে কাজ করিতে হইবে।

১৫। ঢাকা দারুত তবলীগে প্রতি সপ্তাহে এক নির্দিষ্ট দিনে জেরে তবলীগ গয়ের জামাতের বন্ধুগণকে আনিয়া আলাপ অলোচনা সভা করিতে হইবে। অনুরূপভাবে প্রত্যেক জামাতে এই ব্যবস্থা চালু করিতে হইবে।

১৬। প্রত্যেক বড় বড় জামাতে সালানা জলসা করিতে হইবে।

প্রকাশনা ঃ

১৭। ক) সেলসেলার তবলীগী পুস্তকাবলীর বর্ধিত পরিমাণে প্রকাশনার প্রোগ্রাম হাতে লওয়া হইয়াছে।

খ) খৃষ্টান এবং হিন্দু সমাজের মধ্যে তবলীগের জন্য পুস্তক প্রনয়ণ ও প্রকাশের প্রোগ্রাম গ্রহণ করা হইয়াছে।

গ) তফসীরে কবীরের প্রকাশিত সুরাগুলি পুস্তকাকারে ছাপাইবার প্রোগ্রাম গ্রহণ করা হইয়াছে।

ঘ) রবওয়ায় কুরান মজিদের যে তরজমা ও তফসীর হইতেছে উহার প্রথম ৫টি সুরা এখানে আনিয়া ছাপাইবার বন্দবস্ত করার জন্য হযরত আকদাস (আইঃ)-এর অনুমতি চাওয়া হইয়াছে।

এই সব প্রকাশনার জন্য জামাতসমূহের নিকট হইতে প্রয়োজন অনুযায়ী হাঙ্গামী চাঁদা চাওয়া হইবে।

ওসিয়ত ঃ

১৮ মুসীনগণের চাঁদার বা-কায়দা হিসাব রাখিবার জন্য স্থানীয় জামাতে ও ঢাকা কেন্দ্রীয় অফিসে পৃথক রেজিষ্টার রাখা হউক এবং উহাতে ১৯৭ -৭২ সাল হইতে হিসাব রাখা হউক।

১৯। প্রত্যেক মুসীর নিকট হইতে ১৯৭১-৭২ হইতে প্রত্যেক বৎসরের আয় ও প্রদত্ত চাঁদার হিসাব নির্ধারিত ফরমে গ্রহণ করা হউক।

২০। মৃত ও জীবিত সকল মুসীর হিসাব পর্যালোচনা করিয়া সকল বকেয়া আদায় করা হউক। মুসীগণের সংখ্যা বাড়ান হউক। কারণ ঈমান ও আমলে দৃঢ়তার জন্য হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) চাঁদার নিম্নতম মান রাখিয়াছেন আয়ের ১/১০ এবং সর্বোত্তম ১/৩ অংশ।

২১। মুসীগণের পরিত্যক্ত সম্পত্তির সহি হিসাব করিয়া তাহাদের ওয়ারীসগণের নিকট হইতে হিসসায়ে জায়দাদ উসুল করিয়া মৃতদের নামে রবওয়া বেহেস্তী মুকবেরায় কাতবা লাগানোর ব্যবস্থা করা হউক।

২২। প্রত্যেক মুসী বিশেষ করিয়া স্ত্রী-মুসীগণ, যাহাদের কোন নিজস্ব আয় নাই, তাঁহারা তাঁহাদের খোরপোষের মাসিক খরচ ধার্য করিয়া, উহার উপর প্রতিমাসে হিসসায়ে আমাদ দিবেন। নচেৎ এরূপ ওসিয়ত বাতিল যোগ্য হইবে। কারণ মুসীগণ কুরবানীর ময়দানে আগে থাকিবেন। এই উদ্দেশ্যই ওসিয়তের নিয়ম কায়েম হইয়াছে।

২৪। মুসীগণকে কুরআনী তালীম ও তরবীয়ত দানের ময়দানেও আগে থাকিতে হইবে। তাঁহারা নিজ গৃহে এবং পারতপক্ষে গৃহের বাহিরেও উক্ত পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য কাজ করিবেন।

২৫। বৎসরান্তে প্রত্যেক মুসীর সর্বস্তরের কাজ পরীক্ষা করিয়া আপত্তিকর কিছু পাইলে কেন্দ্রে রিপোর্ট করিতে হইবে এবং উহা সদরে প্রেরিত হইবে। ফলে ওসীয়ত বাতিল হওয়ার বিপদসীমায় পৌঁছিতে পারে।

২৬। যেহেতু বর্তমানে কাদিয়ান ও রাবওয়া মোকামে মুসীর লাশ পাঠানো যায় না, সুতরাং বাংলাদেশে মুসীগণের জন্য একটি কেন্দ্রীয় কবরস্থানে-মুসীয়ান কায়েম করার প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। সেই জন্য জীবিত মুসীগণ যদি তাহাদের হিস্সায়ে জায়দাদ অচিরে আদায় করিয়া দেন, তাহা হইলে উক্ত জরুরত পূরণের আশু ব্যবস্থা হইতে পারে। বাংলাদেশে ওয়ারীশগণ

তাহাদের মৃত মুসী পিতামাতাদের ওসীয়তের ঋণ শোধ করিতে পরাঙ্মুখ। সেই জন্য প্রত্যেক মুসীর কর্তব্য নিজের পরলোকের সম্বল ও গৃহ নিজ হাতে মৃত্যুর পূর্বেই তৈয়ার করিয়া যাওয়া। ওয়ারীশগণের উপর নির্ভর করা অবিবেচকের কাজ। কুরআন করীমে আল্লাহ্ তায়ালা আওলাদ ও মালকে একযোগে ফেতনা বলিয়াছেন। কোন মোমেন ফেতনায় পড়িতে চাওয়া অনুচিত। আমরা কোন নূতন জায়গায় যাওয়ার আগে ঘর ঠিক করি। তারপর আমরা সেখানে যাই। সুতরাং পরলোকের জন্য প্রত্যেক মুসী—সেখানে যাওয়ার আগে ঘর ঠিক করিতে তৎপর হউন। কারণ কখন মৃত্যু আসিবে তাহার ঠিক নাই।

বিবাহ ঃ

২৭। বিবাহ উপলক্ষে সকল প্রকার রসুমাত বর্জনের জন্য হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ) প্রত্যেক আহ্মদীর গৃহ দ্বারে দাঁড়াইয়া জেহাদ ঘোষণা করিয়াছেন। সুতরাং প্রত্যেক ইমানদার আহ্মদীর কর্তব্য নিজ গৃহ হইতে বাহির হইতে এবং গৃহে প্রবেশ করিতে দ্বারদেশে খলিফায়ে ওয়াক্তকে সেই জেহাদের বাণী মুখে দণ্ডায়মান দেখা এবং নিজকে তদনুযায়ী সংযত করা এবং জামাতকে সুসংহত করা।

২৮। বিবাহ উপলক্ষে কোন পক্ষ অপর পক্ষের নিকট সম্পদ চাহিবে না এবং পাওয়ার চিন্তা মনেও স্থান দিবে না। স্বেচ্ছাকৃতভাবে পিতামাতা আপন সন্তান সন্ততিকে সহজভাবে যাহা কিছু দান করিবে, তাহাতে বাধা নাই।

স্মরণ রাখিবেন আল্লাহ্র রসুল (সাঃ) বলিয়াছেন যে, "পিতামাতার পক্ষ হইতে সন্তানদের প্রতি শ্রেষ্ঠ সম্পদ হইল সুশিক্ষা" কুরআন পাকে আল্লাহ্তায়ালা বলিয়াছেন "তকওয়ার পোষাক হইল মোমেনের জন্য উত্তম ভূষণ।" আল্লাহ্র রসুল (সাঃ) বলিয়াছেন, "বিবাহ দিবার সময় তোমরা পাত্র পাত্রীর মধ্যে ধর্মীয় গুণ দেখ" সুতরাং প্রত্যেক আহ্মদী তার সন্তান সন্ততিকে তকওয়ার পোষাকে ভূষিত করিতে সচেষ্ট হউন এবং বিবাহ উপলক্ষে পাত্র পাত্রীর মধ্যে সেই ভূষণ মিল করিয়া দেখিয়া লউন। তাহা হইলে সংসার ও পরকাল সুখ ও শান্তির হইবে।

২৯। বিবাহ উপলক্ষে মেয়ের পক্ষ হইতে পাত্রের উপর আল্লাহ্তায়ালার একটি দাবী আছে এবং তাঁহার রসুল (সাঃ)-এর একটি দাবী আছে। আল্লাহ্তায়ালা বলেন, "বিবাহ করিতে মেয়েকে দেন মোহর দাও" এবং তাঁহার রসুল (সাঃ) বলেন, "স্ত্রীকে গৃহে আনিয়া ওলিমার দাওয়াত দাও।" এই দুই দাবীর উল্টা আমলের চেষ্টা করিয়া যুগ-খলিফার জেহাদের রূহানী তরবারীর সম্মুখে শির কাটাইয়া সীমালঙ্ঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইবেন না। আল্লাহ্তায়ালা ও তাঁহার রসুলের আদেশদ্বয়কে বশ্বস্ততার সহিত পালন করুন।

৩০। গয়ের জামাতে কোন আহ্‌মদী মেয়ে বা পুরুষ বিবাহ করিবেন না। আল্লাহ্‌ তায়ালা হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-কে এলহামযোগে এই নিষেধ বাণী জানাইয়াছেন। বস্তুতঃ প্রত্যেক নবী তাঁহার অনুগামীগণের জন্য এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কুরআন করীমের আলোকে গয়ের জামাতের লোকদের রুহানী স্বরূপ ও আকৃতি প্রকৃতি চিনিয়া লইলে এই আদেশের তাতপর্য বুঝিতে অসুবিধা হইবে না।

৩১। জামাতের মধ্যে কিছু লোক বিবাহের ব্যাপারটা হালকা নজরে দেখে এবং তাড়াহুড়া করিয়া মৌখিক অনুষ্ঠান করিয়া পরে জামাতে নানা সমস্যার সৃষ্টি করে। সুতরাং অতঃপর সদরের নির্দিষ্ট ফরম পুরণ করিয়া স্থানীয় জামাতের সুপারিশ সহ কেন্দ্রে অনুমতি গ্রহণের পর বিবাহ পড়াইতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে গভর্ণমেন্টের আইনানুযায়ী স্থানীয় ম্যারেজ রেজিষ্ট্রারের নিকট রেজিষ্ট্রেশান করাইতে হইবে। প্রত্যেক জামাতের প্রেসিডেন্ট, এই নিয়ম যাহাতে প্রতিপালিত হয় তহার প্রতি সতর্ক প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

ঢাকা কেন্দ্রীয় মসাজদ :

৩২। ঢাকা কেন্দ্রীয় মসজিদের জন্য বিভিন্ন স্থানীয় জামাতের উপর ধার্যকৃত চাঁদা আজও সম্পুর্ণ আদায় হয় নাই। এই সম্বন্ধে জামাতের প্রেসিডেন্টগণের আশু দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে, যাহাতে মসজিদটির নির্মাণ কার্য সুসমাপ্ত করিয়া হুজুর আকদাস (আইঃ)-এর খেদমতে এদেশে শুভাগমণের জন্য শীঘ্র নিবেদন পেশ করা যায়।

তাহরীকে জদীদ :

৩৩। তাহরীকে জদীদের দপ্তরে যাহারা আউওলে আছেন অর্থাৎ যাহারা ১৯৩৪ সাল হইতে চাঁদা দিতেছেন, তাহারা ব্যতিরেকে অন্যদের জন্য বাৎসরিক চাঁদার হার হইল এক মাসের ২০% অংশ, নুন্যপক্ষে ২০ টাকা। ইহাকে হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) লাজেমী নির্ধারণ করিয়াছেন। কোন খাদেম যেন ইহাতে অংশ গ্রহণে পাশ্চাদপদ না থাকে। মুখতঃ এই চাঁদার দায়িত্ব খোদ্দামের উপর ন্যাস্ত।

ওয়াকফে জদীদ :

৩৪। এই চাঁদাও লাজেমী। হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) ইহার মুখ্যভার আতফালের উপর ন্যাস্ত করিয়াছেন। এই চাঁদার মাথা পিছু বাৎসরিক হার—নুন্যপক্ষে ১২ টাকা। প্রত্যেক তিফ্‌ল ইহাতে অংশ গ্রহণ করিবে। গরীব মানুষের জন্য এই রেয়ায়েত যে, কোন দরিদ্র পরিবারের সব ছেলে মেয়ের পক্ষ হইতে কমপক্ষে ১২ টাকা বাৎসরিক চাঁদা দিতে হইবে। ইহা এই জন্য যে, যখন তাহারা বড় হইবে এবং আল্লাহ্‌তায়ালায় তরফ

হইতে বিজয়ের দিন আসিবে, তখন যেন তাহারা ইহার আনয়নে কুরবানীতে শরীক ছিল বলিয়া আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট শুকরিয়া করিতে পারে, এবং এই কল্যাণে তাহাদিগের পিতা-মাতা যে, তাহাদিগকে ছেলে খেলায় চাঁদায় শরীক করিয়া ছিল সেই জন্য যেন তাহারা তাহাদিগের জন্য সশ্রদ্ধ হৃদয়ে দোওয়া করিতে পারে।

ওয়াকফে আরজী :

৩৫। এই তাহরীক সম্বন্ধে হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) বার বার তাগিদ দিতেছেন এবং পাকিস্তানে ইহা বড়ই কল্যাণকর সাব্যস্ত হইয়াছে। বাংলাদেশের আহমদীয়া জামাতের মেম্বারগণ এ কল্যাণ লাভে তৎপর হউন।

ওয়াকফে জিন্দেগী :

৩৬। রবওয়া মোকামে জামেয়ায় ভর্তি হইবার দ্বার খোলা আছে। ওয়াকফে জিন্দেগী-কারককে নূন্যপক্ষে মেট্রিক পাস হইতে হইবে। সেখানে মাসিক ১৫০্ টাকা ভাতা পাইবে।

খ) বাংলাদেশে মুরুব্বী ও মোয়াল্লেমের সংখ্যা খুব কম এবং তাহাদের জরুরত খুব বেশী। প্রথম ধাপে দশজন কম পক্ষে মেট্রিক পাশ করা সৎ ও স্বাস্থ্যবান যুবকের প্রয়োজন। তাহাদিগকে দুই বৎসরের জন্য ট্রেনিং দিয়া কার্যে বহাল করা হইবে। সম্ভব হইলে ওয়াকেফের পিতা অথবা যে জামাত ওয়াকেফ দিতে পারে না, তাহাদিগকে শিক্ষাকালীন ব্যয়ভার বহন করিতে হইবে। এইবার জামাতের যাহারা শীর্ষ স্থানীয় তাহাদিগের নিকট হইতে ওয়াকেফের কুরবানী চাওয়া হইতেছে। দরখাস্ত আসিলে পরবর্তীতে ইনশাআল্লাহ বিস্তারিত নিয়মাবলী জানানো হইবে।

গ) যাহারা চাকুরী হইতে বা কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন এবং দ্বীনী কার্য করিতে সক্ষম, তাঁহারা নিজদিগকে ওয়াকফ করিবেন, যাহাতে তাঁহাদিগকে জামাতের বিশেষ বিশেষ কাজে লাগানো যায়। কার্যে অবস্থান কালে তাঁহাদিগকে সফর ও পকেট খরচ দেওয়া হইবে।

এস্তেকবাল ফাণ্ড :

৩৭। হযরত আকদাস খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর শুভাগমণ উপলক্ষে খরচের জন্য যে চাঁদার তাহরীক করা হইয়াছিল, উহাতে এ পর্যন্ত সাড়া কম আসিয়াছে। বন্ধুগণ এই বিষয়ে বিশেষ নযর দিবেন। এবং স্ব স্ব ওয়াদা শীঘ্র পুরণ করিবেন।

৩৮। উপরে গৃহীত অর্থ, সময় ও জীবনের কুরবানীর তালিকা দেখিয়া কোন কোন বন্ধু হয়ত ঘাবরাইয়া যাইতে পারেন। আল্লাল্লাহ্‌তায়ালার সান্নিধ্যে আমাদিগের জন্য যে সাফাল্য অপেক্ষামান আছে, উহা দেখিলে মনে হইবে, "হায়! ইহার জন্য

আমাদের কুরবানী কতই না নগণ্য ছিল।" ইহা সেইরূপ হইবে, যেমন হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর সাহাবা (রাঃ আঃ) দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিতে করিতে এক সময়ে তাঁহারা সকাতরে বলিয়া উঠিয়াছিলেন, "কবে আল্লাহর সাহায্য আসিবে ?" অথচ যখন বিজয় উহার কল্যাণ সমূহ লইয়া আসিল, তখন তাঁহারা সভয়ে আঁ-হযরত (সাঃ)-কে প্রশ্ন করিলেন, "হে আল্লাহ্‌র রাসুল! পরকালে কি আমাদের জন্য পুরস্কারের আরও কিছু বাকী আছে ?" প্রিয় ভ্রাতগণ! মনে রাখিবেন, আমাদের কুরবানী সাহাবা (রাঃ আঃ)-এর কুরবানীর তুলনায় সমুদ্রে বিন্দুবৎও নহে, কিন্তু আমাদের জন্য সম্মুখে যে কল্যাণ রাখা আছে, উহা আগের তুলনায় কোন অংশে কম নহে। হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন "আমার সেলসেলার প্রথম ভাগ বেশী ভাল না শেষ ভাগ বেশী ভাল, তাহা আমি বলিতে পারি না।" সুতরাং কুরবানীর প্রত্যেক ময়দানে আপনারা প্রফুল্লচিত্তে কদম আগে রাখুন এবং কদম দৃঢ় করুন।

৩৯। উপরুক্ত বিষয়াবলী বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সেক্রেটারীগণ জামাতে জামাতে যাইয়া ব্যক্তিগতভাবে এবং স্থানীয় জামাত সমূহ পরিদর্শন করিবেন এবং উহ্‌দাদার ও মেম্বারগণের সহিত মিলিত হইয়া তাহাদিগকে পরামর্শ দিবেন এবং তাহাদিগের কাজে সহায়তা করিবেন।

৪০। প্রত্যেক জামাতের প্রেসিডেন্ট, উহদাদার, মুরুব্বী এবং মোয়াল্লেমগণ সর্ব প্রকার আলস্য পরিত্যাগ করিয়া নূতন প্রেরণা ও উদ্যম সহকারে জামাতের সার্বিক উন্নতির জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিবেন, কারণ আমরা এক বিশ্ব-ব্যাপী নব যুগের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান, যাহার রুহানী চাবী হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর পক্ষ হইতে তাঁহার মসীহ ও মাহদী (আঃ)-এর মাধ্যমে আহমদীয়া জামাতের হস্তে ন্যাস্ত করা হইয়াছে। আমাদিগকে ব্যক্তিগত ও জামাতগত ভাবে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর এতায়াতের ভূষণে ভূষিত হইয়া পবিত্র কুরআনের শিক্ষার আলোকে অক্লান্তভাবে আগাইতে হইবে। তাহা হইলেই বিশ্বে তৌহীদ প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং আসমান ও যমীন আমাদের রবের নূরে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে এবং জগতে শান্তি ও সুখ প্রতিষ্ঠিত হইবে। আল্লাহ্‌তায়ালা অচিরে ইহা করুন। আমীন।

আমাদের উপর ন্যাস্ত এক সুমহান কাজ, ইহা বড়ই দায়িত্ব ও গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু আমরা বড়ই কমজোর। তাই ইহার জন্য বিশেষ দোওয়ার প্রয়োজন। সুতরাং সকলে দোওয়ার সাহায্যে সদা কার্য করিয়া যাইবেন। আল্লাহতায়ালা সুযোগদাতা। তিনি আর-রহমানুর রাহীম। আল্লাহ্‌তায়ালা আপনাদের হাফেয ও নাসের হউন। ইতি—

খাকসার,
মোহাম্মাদ
আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া
২২/৫/৭৮ ইং

ঢাকায় "খেলাফত দিবস" অনুষ্ঠিত

বিগত ২৮শে মে, রোজ রবিবার বিকাল সাড়ে পাঁচটায় ঢাকাস্থ দারুত তবলীগে একটি মনোজ্ঞ সভানুষ্ঠানের মাধ্যমে "খেলাফত দিবস" উদযাপিত হয়। উল্লেখ্য যে, হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর এন্তেকালের (২৬ শে মে, ১৯৭৮ ইং) পর আরব্ধ তাঁর কাজ পরিচালনা ও পূর্ণ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ইসলামের খেলাফত ব্যবস্থা জামাতে আহ্‌মদীয়াতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই উদ্দেশ্যে প্রতি বছর ২৭শে মে আহমদীয়া জামাত কর্তৃক বিশ্বব্যাপী খেলাফত দিবস উদযাপিত হয়ে থাকে।

আলোচ্য সভায় বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার মোহ্‌তারম জনাব আমীর সাহেব সভাপতিত্ব করেন। প্রারম্ভেই মৌঃ ইসরাইল দেওয়ান সাহেব পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন, এবং জনাব হাকীম উদ্দিন সাহেব 'দুররে সমীন' থেকে নজম পাঠ করেন। সভায় নিম্নোক্ত বিষয়ে বিভিন্ন বক্তা জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দান করেন।

(ক) খেলাফত দিবসের গুরুত্ব :—জনাব মকবুল আহমদ খান, (খ) ইসলামে খেলাফতের অপরিহার্যতা :—জনাব ওবায়দুর রহমান ভুইয়া, (গ) ইসলামী খেলাফতের বৈশিষ্ট্য :—জনাব মোহাম্মদ খলিলুর রহমান, (ঘ) তৃতীয় খেলাফত কালের বরকত সমূহ :—জনাব মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী, (ঙ) এতায়াতে খেলাফত :—জনাব শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান।

এই সকল আলোচনার মাধ্যমে পবিত্র কুরআন ও হাদিসের আলোকে ইসলামে খেলাফতের আবশ্যকতা এবং ইসলামের প্রাথমিক যুগের ন্যায় ইসলামের বর্তমানের পুনর্জাগরণের যুগে আহমদীয়া খেলাফতের মাধ্যমে উহার পূর্ণতা এবং খেলাফতের প্রতি প্রেম মহব্বত ও আনুগত্যের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোকপাত করা হয়। পৃথিবীর যাবতীয় ধর্মীয় এবং পার্থিব সংগঠনের তুলনায় ইসলামী খেলাফতের সংগঠনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করা হয়, তুলনামূলকভাবে বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে। ইহা চির সত্য যে, খেলাফত ব্যতীত সত্যিকার অর্থে মুসলমানগণ উন্নতি লাভ করিতে পারে না। আজ বিশ্বব্যাপী সমস্যা-বিক্ষুব্ধ মানব সমাজের জন্য ঐশী খেলাফতের রূহানী নেতৃত্ব ব্যতীত মানবতার মুক্তির দ্বিতীয় কোন পথ নেই। আহ্‌মদীয়া জামাত এবং উহার মহান খলিফা বিশ্বমানবের সার্বিক কল্যাণের উদ্দেশ্যে এক নিরন্তর কর্ম প্রচেষ্টায় নিয়োজিত রয়েছেন। এই খেলাফতের সাফল্য সুনিশ্চিত—কেননা ইহা স্বয়ং আল্লাহ্‌তায়ালা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচালিত। যুক্তি-প্রমাণ, ঐশী নিদর্শন, দোওয়া ও আদর্শ, মহবত ও আত্মত্যাগের মাধ্যমে সকল মানব-হৃদয়কে জয় করিয়া ইসলামের পূর্ণ বিজয় ও বিশ্বব্যাপী ইসলামের আদর্শগত প্রাধান্য বিস্তার করাই আহ্‌মদী খেলাফতের উদ্দেশ্য।

এই সকল আলোচনা ছাড়াও আরো একটি উর্দু নজম পেশ করেন জনাব হেলাল উদ্দীন সাহেব, এবং খেলাফতের উপর স্বরচিত একটি বাংলা কবিতা পাঠ করেন চৌঃ আব্দুল মতিন সাহেব।

পরিশেষে সভাপতির ভাষণে জনাব আমীর সাহেব বলেন যে, নবুয়তের আশিস-ধারা খেলাফতের আকারেই কেয়ামত পর্যন্ত মানব জাতিকে সত্যিকার অর্থে পরিচালিত করতে সক্ষম। খৃষ্টীয় পোপ সংগঠন বা অন্য কোন সংগঠনের মধ্যে ইসলামী খেলাফতের অতুলনীয় বৈশিষ্ট্যাবলী নেই, কেননা সেগুলি মানুষের নিজেদের তৈরী এবং সেগুলির সংগে আল্লাহর সাহায্য নেই—পক্ষান্তরে ইসলামী খেলাফত স্বয়ং আল্লাহতা'লা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচালিত। বিশ্বব্যাপী ইসলামের প্রচার ও প্রাধান্য বিস্তারের মহাপরিকল্পনা আহমদীয়া জামাতের খলিফার নেতৃত্বাধীনে বাস্তব পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে। মানবতার সার্বিক কল্যাণ সাধন তাঁর সকল কর্মপ্রচেষ্টার মূলেই নিহিত। আমরাও যেন সমস্ত হৃদয় এবং মস্তিষ্ক দিয়ে এই মহান খেলাফতের প্রতি প্রেম ও মহব্বতপুর্ণ সম্পর্ক কায়েম করি এবং পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন করতে পারি। এর ফলে আমরাও সকল প্রতিশ্রুত কল্যাণের অংশীদার হবো। দোওয়ার মাধ্যমে সভার কাজ সমাপ্ত হয়। (আহ্‌মদী রিপোর্ট)

——

আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে যোগদানের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার আমীর সাহেবের লণ্ডন যাত্রা

ঢাকা, ২০শে মে—লণ্ডনে জুনের প্রথমাংশে অনুষ্ঠিতব্য আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে যোগদানের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ জামাতে আহ্‌মদীয়ার আমীর মৌঃ মোহাম্মাদ সাহেব চট্টগ্রাম জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব গোলাম আহমদ খান সমবিভ্যাহারে বিমান যোগে লণ্ডন রওয়ানা হইয়াছেন। হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ) বিভিন্ন দেশের জামাতসমূহের আমীর সাহেবানকে যোগদানের জন্য অনুমতি দান করিয়াছেন। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ হইতে উক্ত কনফারেন্সে তৃতীয় যোগদানকারী হইলেন জনাব এ, টি, এম, আবেদ। আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহাদের যোগদানকে জামাতের জন্য অতীব বরকত ও কল্যাণের কারণ করুন এবং মহতারম আমীর সাহেব ও তাঁহার সহগামীদের হাফেজ ও নাসের হউন।

তালিম-তরবীয়তী ক্লাশ—১৯৭৮ ইং

বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া

স্থানঃ দারুত তবলীগ, ঢাকা

তারিখ : ১৬ই জুন শুক্রবার বাদ জুমা হইতে
২৫শে জুন রবিবার

জনাব কায়েদ সাহেবান ও প্রেসিডেন্ট সাহেবান,

আচ্ছালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতাহু।

প্রতি বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও আমাদের "তালিম-তরবীয়তী ক্লাশ" উপরোক্ত তারিখ অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হইবে, ইন্‌শাল্লাহ। এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য করতঃ যথাযথ ব্যবস্থা লওয়ার জন্য আপনাকে অনুরোধ করা যাইতেছে।

অংশ গ্রহনের নিয়মাবলী ঃ

(১) অংশগ্রহণ কারীকে কমপক্ষে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া জানিতে হইবে। কোন অবস্থাতেই অষ্টম শ্রেণীর নিচে পাঠরত কোন শিক্ষার্থীকে অত্র ক্লাশের উপযুক্ত বলিয়া গ্রহন করা হইবে না।

(২) এই তালীম-তরবীয়তি ক্লাশে যেহেতু বিশেষ পাঠ্যসূচী অনুযায়ী শিক্ষা দেওয়া হইবে সেইহেতু প্রত্যেক মজলিসের কায়েদ এবং স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট সাহেবকে অনুরোধ জানানো যাইতেছে যে, অষ্টম শ্রেণীর নিচের মানের কোন শিক্ষার্থী যেন অত্র ক্লাশে যোগদানের জন্য প্রেরণ করা না হয়।

(৩) অত্র চিঠি পাওয়ার ২/১ দিনের মধ্যেই অংশগ্রহণেচ্ছু প্রার্থীর নাম, ঠিকানা ও শিক্ষাগত যোগ্যতা জানাইয়া অত্র মজলিসের দফতরে পাঠাইতে হইবে। ইহার ফলে পূর্বাহ্নেই অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা ও অন্যান্য বিষয়ে জ্ঞাত হইয়া যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে সুবিধা হইবে। শিক্ষার্থীদেরকে প্রয়োজনীয় বিছানা সঙ্গে আনিতে হইবে।

৪। প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে ১০ দিনের খাওয়া খরচ বাবদ মাথাপিছু কমপক্ষে ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা এবং অধিক পক্ষে ১০০ (একশত) টাকা চাঁদা দিতে হইবে। দুরাঞ্চল হইতে আগত শিক্ষার্থীদেক মাথাপিছু অবস্থানুযায়ী ৫০ টাকা চাঁদা দিতে হইবে।

উল্লেখ্য যে, পুর্ব ঘোষণা অনুয়ায়ী এ বৎসরের কর্মসূচীতে (১) কুরআন ক্লাশ, (২) হাদিসের ক্লাশ, (৩) উর্দ্দু ক্লাশ, (৪) দ্বীনি মা'লুমাত ও সাধারণ জ্ঞান এবং (৫) খৃষ্টধর্মের ত্রিত্ববাদের অসারতা—এই পাঁচটি বিষয়ে বিশেষভাবে শিক্ষা দেওয়া হইবে এছাড়া বা-জামাতি নামায এবং তরবীয়তি আলোচনার ব্যবস্থাও থাকিবে।

সকল খাদেম, পিতামতা ও মুরুব্বী সাহেবানকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, অত্র মজলিশ কর্তৃক পরিচালিত এই বার্ষিক শিক্ষামুলক প্রোগ্রাম হইতে বিশেষ ফায়দা লাভ করার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করিবেন। উক্ত ক্লাশের সর্বাঙ্গীণ কামিয়াবীর জন্য দোয়া করিবেন। আল্লাহতা'লা আপনাদের হাফেজ ও নাসের হউন

ওয়াস্‌সালাম—

মোহাম্মদ খলিলুর রহমান

নায়েব সদর মজলিস

বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া

ঢাং, ঢাকা—

৩১/৫/৭৮ ইং

খেলাফত দিবস

মুসলমান ভাইদের আজিকার দুনিয়ায় নাই কোথাও খেলাফত অনুষ্ঠান
আজিকার দুনিয়ায় আছে কি কোথাও আশ্‌মানী সংবিধান!
জগত জুড়িয়া আহমদীগণের খেলাফতের জাগরণ
খেলাফত ঝাণ্ডা উড়িয়েছে আজি অসংখ্য আঞ্জুমান।
জগতবাসি বিস্ময়ে তাকায় এ কোন অচেনা জাতি
অপার্থিব কাজে ব্যাপ্রিত থেকে কাটায় দিবস রাতি!
জেগেছিল একদিন মুসলিম জাহানে খেলাফতের আলোড়ণ—
তুরস্ক হইতে ভারত অবধি খেলাফত আন্দোলন।
আলী ভ্রাতাদ্বয় জাগিয়ে ছিল খেলাফত উদ্ধারের পালা
অসহযোগ হিন্দু আন্দোলন মেরে দিল তাতে তালা।
জেষ্ঠ ভ্রাতা জুলফিকার বলেন: এ নহে পথ
খোদার নবীর মারফতে এসেছে জীবন্ত খেলাফত।

হযরত ইমাম মাহদী মসীহ মওউদ (আঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত বয়াত (দীক্ষা) গ্রহণের দশ শর্ত্ত

বয়াত গ্রহণকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করিবে যে,—

(১) এখন হইতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শির্‌ক (খোদাতায়ালার অংশীবাদীতা) হইতে পবিত্র থাকিবে।

(২) মিথ্যা, পরদার গমন, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, জুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হইতে দূরে থাকিবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যত প্রবলই হউক না কেন তাহার শিকারে পরিণত হইবে না।

(৩) বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসুলের হুকুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবে, সাধ্যানুসারে তাহাজ্জুদের নামায পড়িবে, রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি দরুদ পড়িবে, প্রত্যহ নিজের পাপ সমূহের ক্ষমার জন্য আল্লাহতায়ালার নিকট প্রার্থনা করিবে ও এস্তেগফার পড়িবে এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে, তাঁহার অপার অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া তাঁহার হাম্‌দ ও তারিফ (প্রশংসা) করিবে।

(৪) উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কথায়, কাজে, বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহর সৃষ্ট কোন জীবকে, বিশেষতঃ কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।

(৫) সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদাতায়ালার সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবে। সকল অবস্থায় তাঁহার সাথে সন্তুষ্ট থাকিবে। তাঁহার পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত থাকিবে, এবং সকল অবস্থায় তাঁহার ফায়সালা মানিয়া লইবে। কোন বিপদ উপস্থিত হইলে পশ্চাদপদ হইবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবে।

(৬) সামাজিক কদাচার পরিহার করিবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হইবে না। কোরআনের অনুশাসন ষোলআনা শিরোধার্য করিবে, এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ ও রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অনুসরণ করিয়া চলিবে।

(৭) ঈর্ষা ও গর্ব সর্বোতভাবে পরিহার করিবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্যের সহিত জীবন-যাপন করিবে।

(৮) ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধন-প্রান, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হইতে প্রিয়তর জ্ঞান করিবে।

(৯) আল্লাহতায়ালার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার সৃষ্ট-জীবের সেবায় যত্নবান থাকিবে, এবং খোদার দেওয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করিবে।

(১০) আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করিবার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের (অর্থাৎ হযরত মসীহ মওউদ আলাইহিস্‌ সালামের) সহিত যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইল, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাহাতে অটল থাকিবে। এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এত বেশী গভীর ও ঘনিষ্ঠ হইবে যে, দুনিয়ার কোন প্রকার আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে উহার তুলনা পাওয়া যাইবে না। (এশতেহার তকমীলে তবলীগ, ১২ই জানুয়ারী, ১৮৮৯ ইং)

আহ্‌মদীয়া জামাতের

ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ুস সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত, তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন শুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্' এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোট কথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহলে সুন্নত জামাতের সর্ববাদী-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কেয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ, সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ্, পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Mollah, at Ahmadiyya Art Press,
for the proprietors, Bangladesh Anjuman e-Ahmadiyya,
4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 283635
Ed. . A H Muhammad Ali Anwar